জীবন-সন্ধ্যা।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ
যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

স্বদেশপ্রিয়, অমায়িক, উদারচরিত্র,

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত

প্রিয় ভ্রাতঃ !

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার অমায়িক ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ পবিত্র স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি চিরস্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা উদ্যম, নানা আকাঙ্ক্ষায়, যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে, প্রবাসে, জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায়, যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই,—তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম, অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়,—আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানেন না, একথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই; ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই; এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য, অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ্! ত্রিংশৎ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

কাটোয়া,
১লা জুলাই, ১৮৭৯।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

জীবন-সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়া।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে শম্ভুমহলনামক পার্ব্বত্যদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইয়াছিল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের প্রাচীর হইতে নিম্নে ও চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী ও নিবিড় বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও বৃক্ষশ্রেণীকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে এবং প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশির বিন্দু মুক্তার শোভা অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষীগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গপ্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবরাগ হইয়া শোভা পাইতেছে। অকস্মাৎ দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা, অসি ও ঢাল লইয়া বজ্রনাদে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তীরবেগে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অবরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের নিষ্কোষিত অসি ও শাণিত বর্শাফলা সূর্য্যকিরণে ঝকমক্ করিতে লাগিল, অশ্বক্ষুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। মৃগগামী অশ্বগণ দুই একটী জলপ্রপাতের উপর দিয়া বেগে লম্ফ দিয়া ছুটিল। অচিরে অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একেবারে তেজস্বিনাদে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে নাদ পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎসরিক মৃগয়ার দিন, অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে

সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় সাহসী যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। তিনিই অশ্বারোহিদিগের মধ্যে অগ্রগামী। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

মেওয়ার প্রদেশের সহিত দিল্লীশ্বরের সহিত অচিরে মহাযুদ্ধ সম্ভব। মহারাণা এই জন্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন। চন্দাওয়ৎ-কুলপতি সালুম্ব্রার অধীশ্বর রাওয়ৎকৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তিনিই দুর্জ্জয়সিংহকে অচিরে আপন সৈন্য লইয়া সালুম্ব্রায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সালুম্ব্রার অধীশ্বরের আদেশ সমস্ত চন্দাওয়ৎ যোদ্ধার শিরোধার্য্য; অদ্য আহেরিয়া; অদ্য মৃগয়া সমাপন করিয়া কল্য প্রাতে দুর্জ্জয়সিংহ সসৈন্যে সালুম্ব্রাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

একদণ্ড কালের মধ্যে অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান অতিশয় নিস্তব্ধ।

কয়েক জন পাইককে পূর্ব্ব দিবস পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইয়াছিল; দিনের আহারের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্যও এই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণ ধীরে ধীরে আরও নিবিড় কাননে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; খাদ্যদ্রব্য ও ভৃত্য সমস্ত এই স্থলেই রহিল।

পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু অশ্বারোহিগণ তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ক্রমে বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া ফলপুষ্প বা দূর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলা-খণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকার ঝোপের ভিতর দিয়া, কখন বা পরিষ্কার প্রান্তর দিয়া অশ্বারোহিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন দ্রুতবেগে, কখন ধীরে ধীরে, কখন নিঃশব্দে ও কখন চীৎকারে বা হাস্যরবে বন শব্দিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরের

প্রান্তরে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত, উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। অশ্বারোহিগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগশূন্য বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, অশ্বগণও যেন অশ্বারোহীর ন্যায় গর্ব্বিত ও তেজস্বী। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসায় রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষ-আবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ঐ না পাহাড়ী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?"

অমাত্য বলিলেন, "হাঁ!" দুর্জ্জয়সিংহ সেই নাম শুনিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য করিলেন। অমাত্য সে হাস্যের অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।"

দুর্জ্জয়। "ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।"

অমাত্য। "সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনেই অধিক তৎপর।"

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন অশ্বারোহী কহিলেন, "এবং দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।"

অমাত্য। "ইঁদুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য।" পুনরায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহে অশ্বারোহিগণ অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন; জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ব্ব বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য হ্রদতট, সমস্ত বিলোড়ন করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু বনচর কোনও পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে একে একে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটী পশুও দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অশ্বগণের শরীর ফেণপূর্ণ হইয়াছে, আরোহিগণও ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। "এবার বন কি জীবশূন্য?" "একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না।" "এ বৎসর কি দুর্য্যোধনের অমঙ্গলের জন্য?" এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—"বন্ধুগণ! আমাদের অশ্বগণ ক্লান্ত, এক্ষণ আর বৃথা উদ্বেগ আবশ্যক নাই। চল অশ্বগণকে কিছু বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি; পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটীও বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না।" সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থানটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত হইয়াছে যে, দিবাকরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া যেন এক একটী সুবর্ণরেখা ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল বৃক্ষের ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটী শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং দূরে একটী নির্ঝরিণীর সুমধুর সুন্দর অনন্ত সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে! ক্লান্ত অশ্বারোহিগণ অনেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন,—নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধাগণ অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। অনেকে শ্রমদূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন; অতঃপর সকলে একত্র বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন।

সেই দূর্ব্বাদলের উপর দুর্জ্জয় ও তাহার যোদ্ধাগণ সানন্দে আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্জ্জয় সাহসী যোদ্ধাদিগকে "প্রসাদ" অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইতে লাগিলেন, [illegible]

ন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ৎ হীনবল নহে, বার বার সেই ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিল, দুর্গদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতো-রের দুর্গদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রা সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

“বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অদ্ভুতবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শয়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল পরিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শত্রুর সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রা রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধাগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীর বর্শা-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাই-তেছ; চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু সেই দুর্গদ্বার ত্যাগ করে নাই। চিতোরের দুর্গদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রা সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।”

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপূরিত করিল। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন, “যোদ্ধাগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদ্রাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরি-চিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতদেশের ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়-সিংহ হত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।”

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে নাদ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল।

কোলাহল শান্ত হইল, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন—

“চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব; একটী আহেরিয়ার গীত গাও,—যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া বিফল না হয়।”

চারণদেব পুনরায় বীণা হস্তে লইলেন, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে আরম্ভ করিলেন—

"যোদ্ধাগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কীহস্তে কতদিন থাকে? সেবার হামির এই কণ্ঠহার তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবার প্রতাপসিংহ লইবেন। হামিরের জয়কথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর।

"লক্ষণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরসিংহ। চিতোর আক্রমণের সময় যুবরাজ উরসিংহ প্রথমে দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশোদিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানেন? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন; শত যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অন্দাভয়া কানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল,—তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বতগহ্বর, নির্ঝর, ক্ষুদ্র-নদ উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানাদে যোদ্ধাগণ ধাবমান হইলেন; আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজনমাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন; রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন—'সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি।' যোদ্ধাগণ দেখিতে লাগিলেন।

"একি মানুষী না রণবালা মহিষমর্দ্দিনী? নারী-বাহুতে কি এ বল সম্ভবে? নারী-হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে? রমণী একটী শস্য উৎপাটন করিয়া তাহার অগ্রভাগ সূচির ন্যায় শাণিত করিলেন, সেই অপূর্ব্ব বর্শা-দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন; বিস্মিত যোদ্ধাগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"যোদ্ধাগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন, অশ্বের একটী পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়াছিল, কিন্তু সে বাহু-নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় অশ্ব আহত ও খঞ্জপ্রায় হইয়াছিল।

"যোদ্ধগণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন ও দুই হস্তে দুইটী মদমত্ত মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্বধাবন করিতে বলিলেন; সেই অশ্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন; মুহূর্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সে কুমারী চোহানজাতির চন্দানবংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যার পুত্র শৌর্য্যচূড়ামণি হাম্মির। আলাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন পুত্রগণ উরুসিংহপ্রমুখ লক্ষণসিংহের জীবিত থাকিতেই প্রথমে জীবনদান করেন, পরে রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বয়ং প্রাণদান করেন; কিন্তু চিতোর রক্ষা হইল না, যবনেরা চিতোর পাইল। বাপ্পা বংশের বালক হাম্মির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন; চিতোর দুর্গতিতে কতদিন থাকে? বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হাম্মির [illegible]র উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ কর,—আহেরিয়ায় সফল হও, পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধাগণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, তীরবেগে পাহাড়ে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধাগণ নিরাশ হইলেন; তিন চারি দণ্ড পর্ব্বত, বন ও উপত্যকা অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঝোপ-হইতে একটী প্রকাণ্ড বরাহ দেখা দিল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া আরোহিদিগের আনন্দের সীমা রহিল না; নিমেষমধ্যে বরাহ প্রাণভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল। মহা-উল্লাসে ও তীরবেগে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উৎসাহ বর্ণনা করা যায় না। বরাহকে বহুদূর হইতে দেখিবামাত্র অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; অশ্বগণ যেন সেই পর্ব্বত পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল,—পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বততরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল। আরোহিদিগের অনন্য নয়ন সেই বরাহের দিকে

স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উভয় দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 'অদ্য শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছি, অদ্য মহিষমর্দ্দিনী গৌরী এই বলি পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন;' এই চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বত ও শিলাখণ্ড, নদী ও তরঙ্গিণী, ঝোপ ও কণ্টকবৃক্ষ অতিক্রম করিয়া অশ্বারোহিগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইলেন।

বরাহ অনেক দৌড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে; একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখরণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটী নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমিষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

চীৎকার শব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অনেক ক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—"বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি? দেখ, সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক্ হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক্ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই শত বর্শাবিদ্ধ হইবে।"

যোদ্ধাগণ ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলেন না। চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন; কেননা এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, অশ্ব বা অশ্বারোহীকে সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে সকলে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহিদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎ-বেগে নিকটস্থ অশ্বের উদর ও অশ্বারোহীর পদ তীক্ষ্ণ দন্তে বিদীর্ণ করিল; অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল, বরাহ নিমিষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন অশ্বারোহী আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, পুনরায় পর্ব্বত ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে জলপ্রপাত ও গহ্বর, কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। রৌদ্র অস্তপ্রায় হইল, দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল; অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন। সকলে অনুমান করিয়া এক এক পথে যাইলেন, অন্ধকারে আর কিছু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার অশ্বের শরীর ফেণময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, সমস্ত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই, তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, বাস্তবিক তথায়ই বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহও রুষ্ট হইল। অদ্য একপ্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা তাহাকে অব্যর্থ নয়নে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য যত্নবান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় ভীষণাকৃতি বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পিত বর্শা ছাড়িলেন। ভ্রান্তি-বশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল, একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমিষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইল।

মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত-হৃদয়ে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর আঘাতে দন্ত চূর্ণ হইল, রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল; রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল; দুর্জ্জয়সিংহ-হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল;—এইরূপ শত চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে জীবনদাতাকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন—

"আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—"মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে; দুর্জ্জয়সিংহের জীবনরক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদ্‌কালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।"

সামান্যপরিচ্ছদ অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

যুবক বলিলেন, "পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।"

দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং বীর-গম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা কেবল আট বৎসর পূর্ব্বে একজনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না, প্রতিরোধ করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন, এই স্থানে বিদায় হইলাম।"

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন রুদ্ধ করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন; এ পথের মধ্যে দুইজনের মধ্যে একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়-সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন। কখন পর্ব্বত আরোহণ করিলেন, কখন অবরোহণ করিলেন, কখন ঋজুভাবে যাইলেন, শেষে গহ্বরের ভিতর যাইতে হইবে বলিয়া প্রায় বসিয়া যাইতে হইল। সেই গুহার ভিতর অনেক দূর যাইলেন, কখন দক্ষিণদিকে, কখন বামদিকে, কখন উচ্চে, কখন নীচে যাইলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক বলিলেন, "উপবেশন করুন।" দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিলেন, তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচিত হইল।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটীমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতির লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি পিপাসিত হইয়া আবার কথা কহিলেন,–পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ

সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছে, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না, কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অজ্ঞাতবাসী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, দুর্জ্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"আমি অপরিচিত যুবকের অতিথি হইয়াছি; অতিথির সম্মুখে স্বয়ং খাদ্য স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম; বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।"

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল—

"প্রভু রাজপুত-ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ অন্য বংশজদের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এইজন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।"

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; কিন্তু তিনি কোন কথা না কহিয়া আহার করিলেন।

পরে সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "অতিথির ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; এক্ষণে আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যারচনা করা হইয়াছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিক্ চাহিলেন; একে একে বহুসংখ্যক ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে; সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত; রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদ্কালে তাঁহা অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না; কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অপূর্ব্ব অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি অপরিচিত পর্ব্বতগুহার

বসেন একাকী, অসহায়, নিরস্ত্র, তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়াছে, সকলে তীক্ষ্ণনয়নে অপরিচিত রাজপুতের দিকে চাহিতেছে, সকলেই নিস্তব্ধ। এ সমস্ত দুর্ব্বোধ কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুতের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন, "শয্যা রচনা হইয়াছে।"

যুবক দুর্জ্জয়ের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়ের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দানে শ্রান্তি দূর করিলেন কেন; এই বহুসংখ্যক দস্যুর কোপ হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত হইবেন, দস্যুদলভুক্ত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অদ্য রাজপুতধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জ্জয় কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না, কিন্তু যখন সেই উন্নতকলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অস্ত্রধারী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়; অদ্য রণক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কিজন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সম্মুখ বিপত্তি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের নয়নের দিকে কিজন্য তিনি চাহিতে অক্ষম।

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবারে সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "যুবক! এইপর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি;—

"ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।" সেইরূপ স্থির অবিচলিত হাস্যশূন্য স্বরে উত্তর করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের বিশেষ আলাপ করিবার যত্ন ব্যর্থ হইল।

পুনরায় উদ্যম করিলেন। বলিলেন, "তথাপি এ ঋণ কিরূপে শোধ করিতে পারি?"

"আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নিরাশ্রয় অবলা কোন পিতাহীন নিরাশ্রয়

বালকের প্রতি যদি অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এক্ষণে সদা-চরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব ;—আমার নিজের কোন বাঞ্ছা নাই।"

দুর্জয়সিংহ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চকিত হইলেন ;—ক্ষণেক দুর্জয়-সিংহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ;—দুর্জয়সিংহ অনির্বিণ্ণ, অবাক্! যুবক কি পূর্বকথা জানেন ; অদ্য কি এই শত জীনযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব অত্যা-চারের প্রতিফল লইবেন ? সহসা সেই জীনযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে বহির্বাণ প্রস্তুত! সহসা যুবকের দিকে চাহিলেন ; যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট। দুর্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল ; এ যুবক কে ?

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে! নচেৎ দুর্জয়সিংহের এ যাতনা কেন ? নচেৎ দুর্জয়সিংহের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার কেন ? বিপদ্ ? দুর্জয়সিংহ কি শতবার ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করেন নাই ? পূর্বকৃত মহাপাতকের কথা অদ্য হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে,—এইজন্য ভয়! এই-জন্য সহসা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যুবক কে ?

যুবক পুনরায় সেই ধীর-হাস্যশূন্য স্বরে বলিলেন, "শয্যা রচনা হইয়াছে।"

দুর্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন, "অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।"

যুবক—"যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন,—কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে গোপনে প্রবেশ করা আপনার অভ্যাস ছিল।"

এবার দুর্জয়সিংহ তিরস্কারে রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি কে জানি না ; ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধাদ্বারা দুর্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের বংশের সহিত আমার বংশের বংশানুগত বিদ্বেষ, সেই বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া আমি সম্মুখসমরে তাঁহার দুর্গ সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছি ; এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র !"

"সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই চিতোর রক্ষার্থ তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি ক্ষত্রকুলজ, সন্দেহ নাই !"

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথায় দুর্জ্জয়সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। অবমাননা সহ্য না করিতে পারিয়া স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল; অপরিচিত যুবক বামহস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণহস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুরবীর্য্যের সহিত বিংশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিষ্কম্প। যুবকের ক্রোড়ে অসি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করে নাই। পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিতস্বরে যুবক কহিলেন, "বোধ করি আপনার এ আবাসে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা নাই।"

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন, "না।"

যুবক দুর্জ্জয়ের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন, পরে স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন।

এক ক্রোশ পথ দুইজনে নিঃশব্দে যাইলেন, একটী কথামাত্র নাই। নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরস্থ শৃগাল বা বন্যপশুর শব্দ পথিকের কর্ণে পতিত হইতেছে।

সে নৈশ বায়ুতে দুর্জ্জয়সিংহের জলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিস্তব্ধতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন; দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান।

যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া সে অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

যুবক অনেক ক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া দুর্জ্জয়সিংহের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আর একদিন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।" ধীরে ধীরে গুহাভিমুখে যাইলেন।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময় দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; তাঁহার বিলম্বের জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল; দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিল; সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল, দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইলেন, প্রধানকে ডাকাইলেন। তিনি দুর্জ্জয়সিংহের মন্ত্রী; বৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের ন্যায় সাহসী, মন্ত্রণায় অতুল্য।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন, "এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?"

প্রধান। "সে কেবল আট বৎসরের কথা, অবশ্য স্মরণ আছে।"

দুর্জ্জয়। "তিলকসিংহের পিতা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?"

প্রধান। "এই দুর্গ হইতে নিম্ন হ্রদে বালক পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

দুর্জ্জয়। "তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।"

প্রধান। "তিলকসিংহের পুত্র?"

দুর্জ্জয়। "তিলকসিংহের পুত্র।"

প্রধান। "বালক তেজসিংহ?"

দুর্জ্জয়। "তেজসিংহ; কিন্তু সে এক্ষণে বালক নহে।"

প্রধান। "প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা কি!"

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। "আপনি কিরূপে চিনিলেন? তাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।"

দুর্জ্জয়। "তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই; তাহার কথায় চিনিয়াছি; আরও একটী উপায়ে চিনিয়াছি।"

প্রধান। "সে কি?"

দুর্জ্জয়। "তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অস্ত্রবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না, তাহার একটী বিশেষ যুদ্ধ-কৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অস্ত্রবীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।"

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না; বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অদ্য কাহারও অদ্ভুতবীর্য্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন, "আরও একটী কথা আছে।"

প্রধান। "কি?"

দুর্জ্জয়। "তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!"

ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন; অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার প্রধান যোদ্ধাগণও চমকিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

প্রাতঃকাল হইতে দুর্গমহলের সৈন্যসামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্যদিগের বর্শা ও খড়্গ ও বহুবর্ম্মাদির উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একীকৃত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ এখনও ছাদে একাকী পদচারণ করিতেছিলেন, নীচে শব্দ শুনিয়া সৈন্যগণকে দেখিবার নিমিত্ত ছাদের একপার্শ্বে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সৈন্যগণ "চন্দ্রাবৎকুলের জয়" বলিয়া উল্লাসরব করিল, দুর্জ্জয়সিংহ সে উল্লাসরব শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার ললাট হইতে চিন্তারেখা অপনীত হইল না।

অনেকক্ষণ পর ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধসজ্জা করিলেন, ত্বরিতে অশ্বে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন; পুনরায় সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

সে জয়নাদ শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহের মুখে হাস্য দেখা দিল না; যাঁহারা তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল ও ললাট লক্ষ্য করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন এবার যুদ্ধে রক্ষা নাই। দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন, সৈন্যগণ মহানাদে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্ত-পক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশিরবিন্দু এখনও হীরাকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধাদিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে বসন্তের শোভা অনির্ব্বচনীয়। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প নির্ব্বাক্ প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতের ক্রোড়মধ্যে সুন্দর হ্রদ আপন স্বচ্ছ বক্ষে আকাশ ও মেদিনীচ্ছবি ধারণ করিয়াছে। সে হ্রদের জল কি নির্ম্মল, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ! যোদ্ধাগণ সেই হ্রদের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই হ্রদতটে সমর-বাদ্য ও লোক-কোলাহল শ্রুত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই হ্রদবক্ষে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার প্রতিফলিত হইল। অচিরে সৈন্যসার বনের ভিতর প্রবেশ করিল। হ্রদের বক্ষ হইতে সমরচ্ছায়া অপসৃত হইল, হ্রদের তটে সমরবাদ্যের প্রতিধ্বনি লীন হইল। পর্ব্বত, হ্রদ পুনরায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ!

বনের আনন্দনীয় শোভা দেখিয়া অশ্বারোহিদিগের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে কি সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসবগৃহ,—উৎসবের দিন! বিহঙ্গকুল কুতূহলে গীত আরম্ভ করিয়াছে। সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্যরবে পরিপূরিত হইল। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল। অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে আপূরিত।

বন পার হইয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ব যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্প সমূহ সেই হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সেনাগণ পর্ব্বত, উপত্যকা, বন ও ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পথের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, কেবলমাত্র একটী শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। সূর্য্যমণ্ডল হইতে কিরণ যে পর্ব্বতমালে

চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী "বসী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদ্‌কালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার দাসত্ব স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহারা ঐ যোদ্ধার "বসী" অর্থাৎ অধীন-নিবাসী হইয়া থাকিত। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে, তাহারা যোদ্ধার দাস; যোদ্ধার ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের জীবনধারণের অন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি দুর্গাধ্যক্ষেশ্বরদিগের "রাখওয়ালী" অর্থাৎ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজা-দিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ নিষ্ঠুর দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। সেই অবধি তাহারা বিশ্রাম কাহাকে বলে জানিত না। দুর্জ্জয়সিংহ অতিশয় ক্রোধস্বভাব, চন্দ্রপুরনিবাসীদিগের মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আরও ক্রোধী হইলেন। "বসী" প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন, সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন; অতিশয় অধিক কর চাহিতেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন। চন্দ্রপুরের বৃদ্ধ সর্দ্দার গোকুলদাস সর্ব্বদা পুত্র কেশবদাসকে কহিত, "যে দিন দয়ালু প্রভু তিলকসিংহের মৃত্যু হইল, সেইদিন কেন না সপরিবারে হত হইলাম, কেন দস্যুহস্তে বশীভূত হইলাম?" গ্রামস্থ সকল লোকে এইরূপ আক্ষেপ করিত।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। দুর্জ্জয়সিংহ ও চন্দ্রপুরের বসীদিগের অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের অবমাননা করিতে লাগিলেন। শেষে গ্রামের লোক আর সহ্য করিতে পারিল না; পরামর্শ করিতে লাগিল—"আমরা কিজন্য দুর্জ্জয়সিংহের দাস হইব? তিলকসিংহ আমাদিগের প্রভু হত হইয়াছেন;—দুর্জ্জয়সিংহ কি তাহার উত্তরাধিকারী? পরের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামীধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়ের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আইবুন—

আমরা তাঁহার বন্দী, অন্য কাহারও নহি।" এইরূপ কথা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল,—দুর্জ্জয়সিংহের লোকের অসাক্ষাতে ঘরে ঘরে এই সকল কথা হইতে লাগিল।

গ্রামের লোকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। অদ্য প্রাতঃকালে দুর্জ্জয়সিংহ আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া সেই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। তিলকসিংহের প্রতি গ্রামস্থ প্রজার অনুরাগ, তাঁহার প্রতি বিরাগ, এই সকল বিষয় তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, এবং ক্রোধে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইতেছিল। ক্ষেত্রের মধ্যে যাইতে যাইতে শস্যের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার যুবককে দেখিতে পাইলেন; চিনিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর পিতা সেই বৃদ্ধ শৃগাল কোথায়? কর দিবার চেষ্টা করিতেছে না, জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছে?"

কেশবদাস সৈন্য দেখিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল, দুর্জ্জয়ের দ্বারা এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে দাস কি করিবে; ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া প্রণত হইল।

পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহ কর্কশস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশবদাস বালক;—কেশবদাস এখনও মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে গোপন করিতে শিখে নাই। দুর্জ্জয়সিংহের কথায় উষ্ণ শোণিত তাহার মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিল, কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে কেবল এইমাত্র বলিল;—

"প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।"

"তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে? বন্দী দাসবংশে সাধু আচরণ আছে তাহা জানিতাম না।"

দুর্জ্জয়সিংহ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কেশবদাস সেইরূপ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্থিরস্বরে কহিল—"প্রভু, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বন্দী বটে, কিন্তু দাসত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।"

অন্যান্য অশ্বারোহিগণ দেখিলেন, নির্ব্বোধ বালক কেশবদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি কেশবদাসকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"বালক! এখনও প্রভুর প্রতি আচরণ শিখিলি নাই, দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপ দাসকে আচরণ শিখায়।"

এবার কেশবদাস অবমাননা সহ্য করিতে পারিল না; কম্পিতস্বরে কহিল—

"তিলকসিংহ দাসের প্রতি এরূপ আচরণ করিতেন না।"

সগর্ব্বে দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "তিলকসিংহকে পরাজয় করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ একণে সূর্য্যমহলের অধীশ্বর হইয়াছেন। একণে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা চন্দ্রপুর অচিরে শ্মশান হইবে।"

বালক ক্ষণ কাল বিস্মিত হইল, প্রভুর বাক্য বিস্মিত হইল।—উচ্চস্বরে উত্তর করিল—

"তিলকসিংহ চিতোর রক্ষার্থে হত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবা ও বালককে তুমি হত্যা করিয়াছ; তুমি আমাদিগের প্রভু নহ, পশুর অধম।" নির্ভয়ে বালক বক্ষ বিস্তার করিয়া দিল।

দুর্জ্জয়সিংহের মুখমণ্ডল ক্রোধে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। কন্যা রজনীর অবমাননা-কথায় একেই তাঁহার শরীর অদ্য প্রাতঃকাল অবধি জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহাতে বালক তিলকসিংহের নাম করাতে ক্রোধাগ্নি যেন আহুতি পাইল। একণে তিনি যে বিধবার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বালক-মুখে সেই অবমাননা-কথা শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইলেন। সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, বিদ্যুৎ-জ্যোতিতে তাঁহার কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল!—নিমেষ মধ্যে নির্ব্বোধ বালকের ছিন্ন মস্তক ভূমিতে লুটাইল।

সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল! কেবল দুর্জ্জয়সিংহের "প্রধান" বুঝিলেন, কন্যা তেজসিংহ দুর্গেশ্বরকে যে অবমাননা করিয়াছিলেন,—তাহারই ফল কেশবদাসের মৃত্যু!

নির্ব্বাক্ হইয়া সেস্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল, ক্ষেত্র পুনরায় নিস্তব্ধ, পুনরায় জনশূন্য।

না, জনশূন্য নহে। মৃতদেহের পার্শ্বে একজন শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—সেও নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ মৃতদেহের দিকে দেখিল, ধীরে নীল নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পুনরায় স্থিরদৃষ্টিতে সেই ছিন্ন মস্তকের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুত্রশোকে চীৎকারশব্দে আর্ত্তনাদ করিল না, বৃদ্ধ নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ। পুত্রশোকে তাহার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয় নাই, পুত্রশোকে তাহার নয়ন জলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সালুম্ব্রা।

অদ্য সালুম্ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাবৎকুলের উন্নত পতাকা যেন আকাশমধ্যে উড্ডীন হইতেছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাবৎকুলের যত সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্ব্রায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ বিংশ, কেহ শতশত, কেহ সহস্র, কেহ দিসহস্র সৈন্য লইয়া চন্দাবৎকুলাধিপতি রাওবৎ কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানীগণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতেছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবিরের উপর হইতে চন্দাবৎ-পতাকা উড়িতেছে, শিবিরের চারিদিক্ হইতে চন্দাবৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদিগের হাস্যধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর সেই উৎসাহপূর্ণ সৈন্যদলের উপর খেলা করিতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাবৎ-পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে অথবা চন্দাবৎ রণবাদ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্ব্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাবৎকুলের রণবাদ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বেই অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্ব্বতে, অনেক উপত্যকায়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলকে স্তম্ভিত করিয়াছে।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাদ্যও শ্রুত হইতেছে। ফাল্গুন মাস হোলির মাস; পথে, ঘাটে, গৃহদ্বারে নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাইতেছে, পরস্পর পরস্পরের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ্ বিস্মৃত হইতেছে। বসন্তকাল ও উৎসব দিনের প্রভাবে অদ্য নানারূপ অশ্রাব্য গীতও গীত হইতেছে, নানারূপ অশ্রাব্য কৌতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কৌতুক সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলেই সমান, সালুম্ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। অন্তঃপুর

বালকগণ বৃক্ষের শ্বেত অঙ্গ রক্তবর্ণ করিয়াছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবীর দিয়া করতালি দিয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। রাজপুত কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও যুবগণ পথে পথচারণ করিতে লাগিল, দলে দলে লোক পথে ঘাটে গৃহদ্বারে, কামদেবের কমনীয় গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধগীতও গাইতে লাগিল, শীঘ্র যুদ্ধ হইবে, রাণা প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবেন; চিতোর উদ্ধার করিবেন, মেওয়ারের সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন, মেওয়ারের নাগরিক ও কৃষকদিগের বিপদ্ দূর করিবেন, এইরূপ গীতে নাগরিক ও সৈন্যগণের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইতে লাগিল

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ দরীশালায়, অর্থাৎ সভা-গৃহে আসিলেন; কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গায়ক চন্দাওয়ৎকুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন; দুই পার্শ্বে দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি নবীন যোদ্ধাগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মস্তক নত করিয়া সস্নেহে যোদ্ধাদিগের সম্মান করিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা-গণও গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন;—তাঁহার দক্ষিণে ও বামদিকে যোদ্ধাগণ শ্রেণীকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; প্রত্যেকের হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাহা-দিগকে বসিবার আদেশ করিলেন;—যোদ্ধাগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন; ঢালের সহিত ঢালের সঙ্ঘটন-শব্দ সেইপ্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতি-ধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে; মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয়, সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কী-দিগের হস্তে; কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে দক্ষিণে রিকূমনাথ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে সাদোলা হইতে পশ্চিমে মীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতপ্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট

প্রশস্ত ভূমি সমস্ত মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লভ্য নাই, মহারাণার আদেশে এ মোগলকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য; এ স্থানে এখন কৃষক চাষ করে না, গোপগণ গো রক্ষা করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত নিবাসী পার্বত্যপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে; বুনাস ও বরীনদীর কূলস্থ উর্বরা ক্ষেত্রসকল এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাস; আরাবলি পর্বতের পূর্ব্ব সমস্ত মেওয়ার প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান; সামন্ত! সকল মহারাণের সঙ্গে গিয়াছে, সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জনতা দর্শন করিয়াছে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছে, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছে, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছে, মানব-গৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছে। একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগ-রক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে; অন্য কেহ মহারাণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানও এক্ষণে অরণ্য ও জঙ্গলপ্রায়। তাহারা জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে; তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিম-সাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্ভাগ রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বত-প্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায় সৈন্য আছে, চন্দাবৎ-কুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে; অন্যান্য কুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সম্মুখরণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না। যাহারা যুদ্ধ জানে না, ভূমিয়াগণ নিজ নিজ উপত্যকা, নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ দান করিবে, দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে যমসদনে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় দরবারে আসিতেছেন; আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন; যোদ্ধার মস্তক, বক্ষ ও বাহুদ্বয় হইতে শোণিত-রূপ আবীর নির্গত হইবে; এই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ; সেদিন মেওয়ারে অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য কোন্ যোদ্ধার হৃদয় উৎসাহে না নৃত্য করিয়া উঠে?"

শালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধাগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল; ঝনঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল,—সে শব্দ সে হুঙ্কাররব সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, শালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল।

এই উল্লাসরব না থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উচ্চ গীতধ্বনি শ্রুত হইল, শালুম্ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

"যোদ্ধাগণ! আপনারা যুবক, আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে; আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে; সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানস-চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে; আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না, কিন্তু সেই মেঘমালার মধ্যে অন্য একটী জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর-আকৃতি দেখিতেছি; শ্রবণ করুন—

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বতকন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন; শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গলে মহারাণার অন্তঃপুর। বাল্যকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন; পর্ব্বতশিখর তাঁহার উচ্চ প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন—

"সেই বালক একদিন ভ্রাতার সহিত চরণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, চরণীদেবী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন,

একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন।" রোষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল; কেননা উভয়ে রাজপুত্র। বালক আঘাতে অর্দ্ধমৃত-কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল; কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিনপরিচ্ছদ অথচ তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগ-রক্ষকগণ অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর। শ্রীনগরের বীর করিমচাঁদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বটবৃক্ষ, সুন্দর চন্দ্রাতপ; তৃণ, সুন্দর শয্যা; প্রস্তর, সুন্দর উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র! এ বালক একদিন চারণীদেবীর মন্দিরে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। অদ্য সর্প বালকের রাজছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল—সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন জয়নাদ! ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী মেদিনী কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য জয়পতাকায় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে;—অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি ঐ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথুরাজের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিবেন? না! ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আক্রমক বাবরের মোগল সৈন্য ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! ঐ শুন, ভীষণ যুদ্ধনাদ! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ পরাস্ত হইলেন; কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর,—যত দিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, তত দিন চিতোর প্রবেশ করিব না; চিতোরের দ্বার রুদ্ধ কর, মরুভূমি আমার শয্যা,—আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না; পৃথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর দেখিতে পাই নাই; সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ যোদ্ধা রাজা ও রাওৎ, শতাধিক রাওয়ৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন, শতশত

হস্তী অশীতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল!—সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে!” চারণের বীণা একবার নীরব হইল, সভায় সকলে নীরব ও নিস্তব্ধ! সহসা উচ্চনাদে পুনরায় গীতশব্দ উঠিল।

“লীন হয় নাই! যোদ্ধাগণ সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর,—হুঙ্কাররবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও—চিতোর-নগর জয়জয়নাদে পরিপূরিত কর। যুদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে, পর্ব্বতকন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহও সিংহাসন আরোহণ করিবেন; সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহের নামও দ্বিতীয় বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।”

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও ভীষণ হুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পুরাতন পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল; শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের সহিত দেশের অবস্থা ও যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর পরামর্শ স্থির হইল পরে কৃষ্ণরাও বলিলেন—

“বীরগণ যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার রক্ষিবে থাকেন, আমি কেবল সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন। চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি।”

সকলেই এ কথায় অনুমোদন করিলেন; পরে কৃষ্ণসিংহ বলিলেন, “বীরগণ! আমাদের সভা ভঙ্গ হইল, বন্ধুগণ! অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই,—আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী খেলিব, কে বলিতে পারে?” সকলেই এই কথায় তুষ্ট হইয়া সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীর নিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন,

পরস্পরের কুম্ভকুম্ভে পরস্পরের মস্তক বেগে ও সবলে রক্ষিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল, বাৎসরিক আনন্দের দিনে যোদ্ধাগণ অন্য চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। অশ্বগণ কখন ক্ষিপ্র-গতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল; সাম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্বা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কত জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হল্দীঘাটীর ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপসিংহ।

কয়েক দিবস মধ্যে চন্দাবৎকুলেশ্বর সালুম্বাধিপতি সমস্ত চন্দাবৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাবৎকুলেরা বিস্তর সৈন্য লইয়া আসিলেন; তাঁহারাও চন্দাবৎকুলের এক শাখা-মাত্র। বেদ্নোরের মৈর্ত্তাকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন; তাঁহারা রাঠোরবংশীয়; মেওয়ারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্ল আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া এবং আকবরহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন; তাঁহার পুত্রেরা সে কথা বিস্মৃত হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাবৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাবৎকুলের শাখামাত্র। এই কুলের পত্ত চিতোরধ্বংসকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে সম্মুখরণে প্রাণ দিয়া-ছিলেন; ষোড়শবর্ষীয় পত্ত সালুম্বার মৃত্যুর পর চিতোর-দ্বার রক্ষা করেন,

অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই হারবেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই উত্তরাধিকারিগণ জগাবতকুলেশ্বর, জগাবতকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল; বেদলা ও কোঠারিও হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল; অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীর-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইলেন;—সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশসহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না; সমগ্র জগতে কি ছিল?

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরেও সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে! পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, ঘাটে, গৃহস্থের বাটীতে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে; হোলীকে দগ্ধ করিতেছে। গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশ নিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশেখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, স্থানে স্থানে বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে; এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্ কল্ রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে ও আপন বক্ষঃস্থলে এই নৈশ উৎসবের ছবি, এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত গীতের মধ্যে মধ্যে চারণদিগের যুদ্ধগীত স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে; মেওয়ারের পূর্ব্বগৌরব, মেওয়ারের বিপদ্‌রাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল, আনন্দ-গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল।

এ সমস্ত উৎসব-ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বতশিখরে একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার জন্য নহে; মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড দেখিবার জন্য নহে।

কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন; কখন ভূমির দিকে চাহিয়া চিন্তায় অভিভূত ছিলেন; কখন বা

আপন হৃদয়ে বল স্থাপন করিয়া সেই অনন্তবিস্তৃত অন্ধকারময় আকাশ-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোমরে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে তৃণশয্যা রক্ষিত হইয়াছে; চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ, রৌপ্য, স্পর্শ করিবেন না; জটা, শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না; বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না; আহার, ব্যবহার, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। পুরাতন মুনি ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই; জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও নিজ নিজ অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা ভীষণ উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল, প্রতাপ-সিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে যে যোদ্ধা এই নির্জ্জন অন্ধকার রজনীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ সময়ে মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বতশিখরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন!

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; মহারাণা তাহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহা-দিগকে আসিতে দেখিয়া রাণার চিন্তাস্রোত স্থির হইল, তিনি সাদরে তাহা-দিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতশিখরে প্রস্তরের উপরই সকলে উপবেশন করিলেন; পরে প্রতাপসিংহ বলিলেন—

“বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উন্মাদিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে মন্ত্রণা দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।”

শালুম্ব্রাধিপতি রাওৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “মহারাণা, যুদ্ধের সময়, বিপদের সময় কবে মেওয়ারের যোদ্ধাগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য

দেখিতেছেন, উঁহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিতে।"

প্রতাপ। "সালুম্ব্রা! আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারি না। যেদিন পিতার মৃত্যু হয়, যেদিন ভ্রাতা যৌবরাজ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেদিন সভার মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে; ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার।' সেই দিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ সালুম্ব্রা আমার দক্ষিণে থাকিবেন।"

সালুম্ব্রা। "সালুম্ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না, স্বামী-ধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত ধর্ম্ম, স্বামীধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।"

পরে রাঠোর জয়মল্ল ও জগাওয়াৎ পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন।"

তাঁহারা উত্তর করিলেন, "যাবৎ জগদীশ্বরের হস্তে, দাসগণ চেষ্টার ত্রুটী করিবে না।"

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন, "পিতা যখন হত্যাকারক বনবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই পিতাকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। চোহানকুল সে স্বামীধর্ম্ম এখনও ভ্রান্ত হয়েন নাই।"

চোহান। "চোহানকুল স্বামীধর্ম্ম ভ্রান্ত হয়েন নাই।"

প্রতাপ। "বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থায় কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি দয়া ভুলিবেন না, কিন্তু এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপ অপেক্ষাও জন্মভূমি ও শিশোদিয়ের গৌরব আপনার যত্নের দ্রব্য, সে গৌরব রক্ষার্থ প্রতাপ সানন্দে জীবন-দান করিবে।"

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন, "সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।"

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন,—"ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আপদ বিপদে বোধ হয় স্তম্ভস্বরূপই থাকিবেন।"

দৈলওয়ারা উত্তর করিলেন, "ঝালা আশীর্ব্বাদ জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।"

এইরূপ সকল যোদ্ধার সহিত অনেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন—

"বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকট অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইয়াছে;—বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে।

"বন্ধুগণ! শত্রুগণ আমাদিগকেও সুপ্ত দেখিবে না। মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জলময় দেখিবেন, মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাঁহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীদের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে?—তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদিয়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক; সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃভূমি উজ্জ্বল করিবে। প্রতাপসিংহ একাকী তুর্কীদিগের সহিত যুঝিবে; পূর্ব্বপুরুষদিগের বাহুবল এ বাহুতে আছে কি না, দেখিবে। যোদ্ধাগণ, আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, চিতোর ধ্বংসের অবমাননা শত যুদ্ধক্ষেত্রে ভুলিব! বাপ্পা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব; সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না,—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইয়াছে। যোদ্ধাগণ, সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরশাহ দেখিবেন, মেওয়ারের হিন্দুগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

উল্লাসে সেনানীগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধসম্বন্ধে অন্যান্য কথা কহিতে লাগিল। আক্রমণকারীগণ কত সংখ্যা সেনা আনিবেন, কোথায় যুদ্ধ দান করা শ্রেয়ঃ, কোন্ কোন্ দুর্গ রক্ষা করা যাইতে পারে, চিতোর উদ্ধার হইবে কি না, এই সমস্ত বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ বলিলেন,

"যদি পিতা উদয়সিংহ কখনও না জন্মাইতেন, যদি পিতামহ সংগ্রামসিংহের পরই আমি জন্মাইতাম, তবে চিতোর তুর্কী-হস্তগত হইত না, রাজস্থানে তুর্কীগণ পদবিক্ষেপ করিতেন না।"

পূর্ব্বদিকে দিবা দেখা দিতেছে এরূপ সময়ে সেই সভা ভঙ্গ হইল। রাণা বলিলেন—"বন্ধুগণ, এক্ষণে আপনারা যাইয়া বিশ্রাম করুন; প্রতাপ-সিংহের এই শয্যা; যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন অন্য শয্যা নাই।"

সেনানীগণ উত্তর করিলেন—"মহারাণার যথায় শয্যা, দাসদিগের তথায় শয্যা।"

সেই পর্ব্বতশিখরে মহাবীর প্রতাপসিংহ ও প্রধান প্রধান সেনানীগণ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। দুর্গাদল তাঁহাদিগের রাজধানী, নীল নভোমণ্ডল তাঁহাদিগের চন্দ্রাতপ। কেবল সেই দিন নহে, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত মহারাণা, মহারাণী ও রাজপুত্রদিগের অন্য শয্যা ছিল না। এ কঠোর তপস্যার কি ফল ফলিয়াছিল? এ তপস্যার ফল এ জগতে ফলে না।

পরদিন এক প্রহর পর্য্যন্ত সেনাদিগের বসন্তোৎসব চলিতে লাগিল; তৎপরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, গীতরব ও হাস্যধ্বনি শেষ হইল; সৈন্যগণ দলে দলে নদীতে স্নান ও পূজা করিয়া আপন আপন কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

বসন্তোৎসব শেষ হইল, বসন্তের ধুমধাম ও গীতধ্বনি লীন হইয়া গেল। উৎসবদিবসান্তে কার্য্যের দিন উদয় হইল; সেনাগণ সেই ভীষণ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মানসিংহ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বত-কন্দর শতবার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে, সমস্ত ক্ষেত্রবাসীদিগকে

উৎসাহিত করিলেন। যোদ্ধা দুর্দ্ধর্ষগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন, ভূমিয়াগণ সম্মুখরণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমি রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল; দলে দলে একত্রীভূত হইয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও এরূপ বীরাগ্রগণ্য মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, ধনুর্ব্বাণ-হস্তে আসিয়া আর্য্য রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেওয়ারের সমভূমি ও "ইন্দ্রমহল" একণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। মনুষ্যালয়ের স্থানে হিংস্রক জীবজন্তু বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস ও বেরাচ নদীর উপকূলে মনুষ্য-আকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যের শব্দ হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্যবিহারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া চীৎকারশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন, নিঃশব্দ অরণ্য হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, বলিতেন, "সমস্ত মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জ্জন, নিঃশব্দ অরণ্যভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্র ভূমি তুর্কী-পদবিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।"

সমস্ত দিন এইরূপ যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে বা সামান্য কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে বীর-পরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রণপরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে বলিতেন, "জগদীশ্বর! যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের [illegible] চিরকাল এই আবাসে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।"

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট্ আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় এই অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য হলদিঘাট পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল; দেখিল, সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশ-

স্থল—হলদীঘাটা। দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন; সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত করিলেন।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগলশিবির প্রবেশ করি। যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জাতি-বিদ্বেষের ন্যায় আর বিদ্বেষ নাই,—জাতিবিদ্বেষের জন্য অদ্য রাজপুত-কুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে; শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, কল্য কিম্বা পরশ্ব ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীমধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে; প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম অন্যমনস্কচিত্তে গীত শুনিতেছেন; সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠা প্রৌঢ়-যৌবনা কয়েকজন গায়কী। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও অতিশয় সুন্দর; সেই দেবকান্তি দেখিয়া প্রসিদ্ধনাম্নী নুরজাহান বিমোহিত হইয়া-ছিলেন। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তাশূন্য,—সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্যরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "জাহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়া-ছেন। বিশেষ প্রয়োজনজন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত সাঙ্গ হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন।

ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে কুর্নীস করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট্‌পুত্র, সুতরাং সুখ-প্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ

করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার; যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এইরূপ প্রবল হয়, যে নূরজাহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। এ সকল দোষ থাকিলেও সলীম নির্গুণ ছিলেন না, উদারতা ও সরলতা সুখপ্রিয়তার সহিত তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত।

মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন, "রাজন্, শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন? কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?"

মানসিংহ। "এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে, বর্ষাকালের বিলম্ব নাই; যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।"

সলীম। "আমারও সেই মত, দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে রণবীর মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।"

মান। "তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করি, যে কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বালক্রীড়া মাত্র।"

সলী। "প্রকৃত যুদ্ধই চিতোররাজবংশীয়দিগের রক্তমূল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী, মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।"

মান। "আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না; এ দাস তাহাকে জানে।" মানসিংহ শির নত করিলেন।

সলী। "মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?"

মান। "প্রতাপসিংহের সহিত পূর্ব্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইজন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।"

সলী। "কি জানেন?"

মান।\ "প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী; কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।" আবার মস্তক নত করিলেন।

সলী। "সে কথা ত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ-হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; আপনার উপর সকল কার্য্য নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি; আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?"

মান। "প্রভুর নিকট কোন পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথার স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।"

সলী। "প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌজন্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন; সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।"

মানসিংহের নয়ন অধিবং প্রজ্জ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্ব-অবমাননা-কথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন—

"যখন সোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎকারলাভে আমি মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় ও রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য; সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার শিরোমণি; প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন, এইজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

"চিতোরধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুর রাজধানী করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহা সমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন, যে তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু

আসিতে না পারিয়া আতিথ্য করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন; সেজন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথ্য করিতে অস্বীকার করিলেন।"

মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম বলিলেন—"তাহার পর?"

মান। "আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি;—যাহা হইয়াছে তাহা ফিরাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে আহার না করেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভ্রম সংশোধনার্থ যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না;—অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে!"

সলীম। "কি উত্তর দিয়াছিল?"

মান। "প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যে রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।"

সলীমের নয়ন একবার রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন, "তাহার পর?"

মান। "তাহার পর আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে রাখিলাম; সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ—প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে কল্য পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন অনন্ত অগ্নি বহিস্ফূর্ত হইতেছিল।

সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন, "বীরবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে; আমাদের তদপেক্ষা অধিক-অবমাননা করিয়াছে; সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা, একই পরিশোধ; কল্য একত্র সেই অবমাননার পরিশোধ করিব, অদ্য ব্যস্ত হইবেন না।"

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল, সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত না হইতে হইতেই অনন্ত বাদ্য শ্রুত হইল, অনন্ত রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হলদীঘাটার যুদ্ধ।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা; অপর দিকে শিশোদিয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থিরপ্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্‌ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রং দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বতের শিখরের উপর অসভ্যজাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন; সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাবৎ ও জগাবৎ সকল কুলের যোদ্ধাগণ জীবনমায়া ত্যজিয়া শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। এ ঘোর উৎসবে যেন বিপদই বাঞ্ছনীয়, যেন মৃত্যুই জয়লাভ।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে; দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিলেন।

এই বিষোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা

ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া রোষে বলিলেন, "কাপুরুষ! দিল্লীর দাস! দিল্লীর সৈন্য-বলে অদ্য জীবন রক্ষা পাইলে। রাজপুতকুলাঙ্গার! রাজপুতগণ নিজ বক্ষের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম অদ্য ভুলিলে?" মানসিংহ বহুদূরে [illegible] সৈন্যরচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এ তিরস্কার-কথা শুনিতে পাইলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজ-পুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল। বর্ষাকালের পর্ব্বতজলের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসি-আঘাতে সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন; কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে? সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। [illegible] যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে ভীষণ জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না; শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল, তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; হাওদার লোহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্বর চৈতক প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল; হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল; তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় ও অশ্বারোহী রাজপুত পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল; মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধাগণ ভীরু নহে, শত শত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না; একবার "আল্লাহ আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন

করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে অন্যায় সমরে হত হইতে লাগিল। প্রতাপসিংহ প্রায় একাকী শত শত্রুর মধ্যে অপূর্ব্ব যুদ্ধ করিতেছেন। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াছেন,* কিন্তু তথনও বিপদ্ জানেন না, তথনও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন!

পশ্চাৎ হইতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন, তখন হুঙ্কারশব্দ করিয়া বীরগণ শিশোদিয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন, পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিল; প্রতাপ যেস্থানে প্রায় একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সজোরে প্রভুর অনিচ্ছায় প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল, সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিলেন। রাজপুতের হৃদয়ের শোণিত রাণার;—রাণার জন্য সে শোণিত বহিল।

একবার নহে, সেইদিন ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনবার তাঁহার রাজছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনে। যে বাহু একাকী ভারতবর্ষের বলবীর্য্যের সহিত যুঝিতে সাহস করিয়াছিল, অদ্য ভারতবর্ষের একীকৃত সৈন্যগণ সে বাহুর বিক্রমের পরিচয় পাইল।

তখনও প্রতাপের উন্মত্ততার শান্তি হয় নাই। চারিদিকে রাজপুত হত ও আহত হইয়াছে দেখিয়া রোষে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সে তেজ কে প্রতিহত করিতে পারে? পুনরায় শত্রুসেনা ভেদ করিয়া শত্রুকটকে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল;—রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল; প্রতাপের বহির্গমনের আর পথ নাই। এবার মোগলগণ এই কালের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে; মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে।

এবার রাজপুতদিগের মহা বিপদ্ উপস্থিত। প্রতাপের সঙ্গী যোদ্ধাগণ একে একে হত হইতে লাগিলেন; শত্রুকে হত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত্রুসংখ্যা অগণ্য; একজন হত হয়, দশ জন তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। প্রতাপসিংহ আপন বিপদ্ জানেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমে অল্প

* এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বর্শার আঘাত, অপর তিন স্থানে খড়্গের আঘাত।

হইতেছে, শত্রুরাশি মুহূর্তে মুহূর্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতাপসিংহ উন্মত্ত; তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধারচেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার মন্না এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন; পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন।

মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীরশ্রেষ্ঠ মন্না শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল।

মন্না সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন,—সেই উদ্যমে সপুত্রবলে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈল-ওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।"

দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামী-ধর্ম্ম জানে; বিপদ্-কালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।" জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষ দিন রজনীতে দৈলওয়ারা এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইলেন;—অবশিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল; প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া সন্ধ্যা বা সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ্ শান্তি হয় নাই ; দুই জন মোগল, একজন খোরাসানী, অপর জন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল ; মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত [illegible]ছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু [illegible]রিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন, "হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার।" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার চিরম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত !

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন, "সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই ; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ ? কুলকলঙ্ক ! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে।" শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, একদিন আপনার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, অদ্য সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করুন, কুলকলঙ্ককে পবিত্র কুলে আশ্রয় দিন, আর সে কুলের অবমাননা করিবে না। রাজন্ ! আপনি জ্যেষ্ঠ, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে মার্জ্জনা করিবে ?"

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব, প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে, ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে ; স্নেহ যাচ্ঞা করিতেছে ; প্রতাপ কি সেই

স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে অনুতপ্ত ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন; ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন; অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; পরে ভ্রাতার নিকট ভ্রাতৃস্নেহ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন, "ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন,—আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে, তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বদেশ রক্ষা করিব। মানসিংহকে ভয় করি না, দিল্লীশ্বরকে ভয় করি না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

নাহারা মগরো।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেইদিনকার কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন না; অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে, নিস্তব্ধ কানন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। নিঃশব্দে সেই তারকালোকে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন,—অপর পার্শ্বে সুন্দর প্রশস্ত পর্ব্বত-হ্রদ দেখিতে পাইলেন; হ্রদের জল গতিশূন্য ও শব্দশূন্য,—যেন এই নিস্তব্ধ অন্ধকারময় রজনীতে সুপ্ত রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ শব্দশূন্য ও সুপ্ত,—তেজসিংহ নিঃশব্দে সে হ্রদের কূল দিয়া যাইয়া পুনরায় একটী কাননে প্রবেশ করিলেন। সে কাননও তমসাচ্ছন্ন ও বন্যজন্তুপূর্ণ;—তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা, সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্য জন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় এক প্রহর কাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণেক মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘ কেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন,—পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক দণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী অতিশয় অন্ধকারময় গভীর গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নীচে সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য সুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পর চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে সহসা তেজসিংহের গতি রুদ্ধ হইল, সম্মুখে কবাট আছে, সে কবাট রুদ্ধ!

সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝনঝনা শব্দ করিয়া উঠিল; সে শব্দ পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্ষীণ হইয়া গেল; পর্ব্বতগহ্বর পুনরায় নিস্তব্ধ!

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন; সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট ও সমস্ত গহ্বর যেন কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল,—

"নিশীথে নাহাত্রা মন্দিরেতে কে?"

যুবক উত্তর করিলেন—"তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ।"

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ অনেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই; কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভে একটী জলপ্রপাতের গম্ভীর নাদ বহির্গত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত গম্ভীর নাদ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তর হইতে একটী দীপ দেখা যাইল; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে; শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ; মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল; ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত; নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন! সময়ে সময়ে সেই স্থির নেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত! সবিস্ময়ে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন, "রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের নাম যেওয়ারে অবিদিত নাই, তাঁহার পুত্র কি কামনায় চারণীর সাক্ষাতে আকাঙ্ক্ষী?"

তেজসিংহ। "তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন; কিন্তু একণে নাম আছে মাত্র; তাঁহার সূর্য্য-মহলে চন্দাবৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা স্ত্রী, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।"

চারণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকালপ্রচলিত 'ওয়েরী' চারণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল; বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল; সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যত-দিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে 'ওয়েরী' নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।"

রোষে তেজসিংহের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; কহিলেন, "দেবি! রাঠোর-গণও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করে না; অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই তবে সূর্য্যমহল আর চাহি না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব!"

অনেক নিস্তব্ধ থাকিয়া চারণীদেবী স্থিরভাবে বলিলেন, "মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান; চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়ের শাখামাত্র, মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা শিশো-দীয় নহ, রাঠোর! মাড়ওয়ার তোমাদিগের আদিম স্থান; কি অধিকারে অন্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ; চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?"

তেজ। "যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোরবংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে; পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া, হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া, নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। একণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই

আহবে প্রাণ দিয়াছেন ; তাঁহাদিগের শোণিতে যেওয়ারে রাঠোর-অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে, রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।"

সেই শব্দে তেজসিংহের উন্নত বপু এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চণ্ডীদেবী উত্তর করিলেন,—"বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই ; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না ; বীর্য্যই তাহাদিগের কুলশ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দ্রাওৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?"

এবার রোষে গর্জ্জন করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না ; পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে। সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।" রোষে তেজসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন হইতে একবিন্দু উষ্ণ জল বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল।

নয়নের জল মোচন করিয়া ধীরস্বরে তেজসিংহ পুনরায় বলিলেন—

"বালকের উদ্বেগ মার্জ্জনা করুন, স্নেহময়ী বীর্য্যবতী মাতার কথা স্মরণ হইলে আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না, নচেৎ এ দাস চণ্ডীদেবীর প্রতি অসম্মান কখনই প্রদর্শন করিবে না।" পূর্ব্ববৎ স্থিরস্বরে দেবী উত্তর করিলেন, "তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। তবে তুমি নবাগত, এতক্ষণ তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম, এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট বা অসম্মানিত হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চণ্ডীর কিছুই অদেয় নাই।"

তেজসিংহ দেবীকে পুনরায় প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নির্ব্বন্ধ

নশ্বর মানবের নিকট লুক্কায়িত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুক্কায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারামগরোতে (অর্থাৎ ব্যাঘ্রপর্ব্বতে) আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র,—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারামগরোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।"

পূর্ব্ববৎ ধীরস্বরে চরণীদেবী কহিলেন, "তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর; নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহনীয় নহে। কেননা মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, চিন্তার অপনয়ন, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ-যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে। জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবনবহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে নিবেদন কর।"

ক্ষুব্ধস্বরে তেজসিংহ কহিলেন, "দেবি! এই নাহারামগরোর চরণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছিলেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদী হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের স্বপ্নও কি সফল হইতে পারে না?"

চরণী। "সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতৃকর্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সঙ্গে বাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে বিরত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চরণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।"

তেজ। "অল্পায় সময়ে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, শত্রুতে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিষেধ করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি, সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?"

শান্ত ধীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন, "জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে একণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহেন, চারণী তাহা শুনিবেন।"

তেজ। "দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।"

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে, বিষাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সে স্বর সেই পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবীর আদেশ।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না; যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল; ভীলদিগের ভিক্ষাভোজী ছিলাম না, রাজপুত্রদিগের মধ্যে রাজপুত্র ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর স্বয়ং তিলকসিংহকে দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন; স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের

সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না; আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দ্রাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে 'ওয়েরী' চলিয়া আসিতেছে; বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে সেই বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

"রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়ওয়ার; সেই স্থান হইতেই তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দ্রাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দ্রাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে। যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না; কিন্তু, দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবরসাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে জয়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে, সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে নব বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন, 'জয়দেবের দগ্ধশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন; দাসীগণ, চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল'।"

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল! পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"দেবি! ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে; অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করি-

লেন, আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগি-লেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

"আত্মীয় কুটুম্ব সকলে নিষেধ করিল, সে নিষেধ শুনিলেন না, কেননা স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

"শেষে আমি আসিয়া বলিলাম, 'মাতা এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে?' এবার তিনি স্থিরসঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন, 'দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থে পত্তের মাতা ও বনিতা না কি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে'।

"পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন; তিনি সমস্ত অস্ত্র যুদ্ধে লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার ব্যবহৃত কেবল একটী ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল; নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরুও ভীত হইল, অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল প্রবেশ করিল।

"তথাপি যোদ্ধাগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল; তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"দুর্গের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বাম-হস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা!

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধাগণ হত হইল, ক্রমে যুদ্ধরঙ্গ ও ভীষণ যুদ্ধনাদ সেই দিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল, চণ্ডালবংশ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

"সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না; সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদ্রিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলিত করিলেন, অনস্তনয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে বিজেতার গতি সহসা রোধ হইল; তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকা

হস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুতকলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল,—মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল! তৎক্ষণাৎ দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!"

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ করিব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই অবধি আট বৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবনধারণ করিয়াছি।"

ক্রোধে, উদ্বেগে তেজসিংহের শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, দক্ষিণ হস্ত স্বতঃ বার বার সম্মুখস্থ বর্শা ধারণ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "দেবি! তাহার পর বিজন বনে ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছি, বন্যের ন্যায় আলয়ে জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আর একবার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব,—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছু প্রার্থনা করিবে না।" স্বর পুনরায় কম্পিত, নয়নদ্বয় সেই অন্ধকার গহ্বরমধ্যে দীপালোকে ধক্ ধক্ করিতেছে।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চতুর্ভুজেশ্বরী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন, "বংশানুগত শত্রুতা ও 'বৈরী' রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে 'বৈর' এ জগৎ থাকিতে নির্ব্বাণ হইবে না; অথবা যখন রাজপুত-তেজ ও জীবন নির্ব্বাণ হইবে, তখনই নির্ব্বাণ হইবে! এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই। কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে

স্থিরস্বরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে ; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, রাণের এই পণ। অনুমতি দিন্ সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব,—সেই সম্মুখ-আহবে তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।"

চারণী। "শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজ-সিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহ-কলহ বিস্মরণ হইয়া রাজধর্ম্ম পালন কর; তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার আননে অঙ্কিত রহিয়াছে; বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে; রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর; দশ বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে!"

সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ গম্ভীর আদেশ বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; সেইদিনই মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

হল্দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তেজসিংহ পুনরায় ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়াছেন;—পাঠক, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত একদিন নিশীথে সে গহ্বর দৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই গহ্বরের বাহিরে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সন্ধ্যার সময় তেজ-সিংহ উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার পদতলে একটী ভীল-বালিকা তেজসিংহের উরুদেশে আপন মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, ও পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের জল দুই হস্তে ধরিবার চেষ্টা করিতে-ছিল; তেজসিংহ অন্যমনস্ক হইয়া ভীল-বালার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা

করিতেছিলেন; দূরে অন্যান্য ভীলগণ আপন আপন ব্যবসায়স্থলে আপন আপন কার্য্যে রত ছিল।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল, মুখশ্রী মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্যবিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্বাভাবিক বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে; নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। তেজসিংহ বালিকাকে আপন কন্যা বা কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভাল-বাসিতেন। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু;—কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন পথের উপর পর্ব্বতচূড়া হইতে উপল নিক্ষেপ করিত; কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। কি ভাবিত, কে বলিবে? বালিকার কখন স্থির চিন্তাশীল ভাব, কখন অবিশ্রান্ত চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত, সকলেই বলিত—"বালিকা, দেখিতেও বালিকা, নামও বালিকা; কিন্তু মন ঠিক বুঝা যায় না।"

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমনে শত্রুগণ দেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় যুদ্ধ থাকিতে গৃহ-কলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্যমহলের চিন্তা করিতে-ছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া নির্ঝরের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তীক্ষ্ণনয়না ভীলবালা তেজসিংহের হৃদয়ের ভাব পাঠ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালের দুই মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম নির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন; তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন

চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? ডাকিলেন, "বালিকা!"

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তাই নাই, তেজসিংহ সে বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন, "বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? আপন মনে যে গীত জানে তাহাই গাইতেছে!"

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পুনরায় জল লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

তেজসিংহ সন্দিগ্ধমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম; তোকে কে বলিল?"

হাসিয়া ভীলবালা বলিল, "এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?"

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বালিকা, আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোমাকে কে বলিল?"

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?"

তেজসিংহ বালিকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন, বালিকার সরলতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, "আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম;" হাসিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম: তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস্।"

ভীল। "ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়; তুমি যদি ভীল হইতে——"

তেজ। "তাহা হইলে কি হইত?"

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীল কহিল, "তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার হাত কৃষ্ণবর্ণ হইত?"

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ষবিচ্ছেদের কথা ভাবিতে-ছিল, তেজসিংহ এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন, "বালিকা! মেঘ হইয়াছে, শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।"

বালি। "আমি যাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "আমি মেঘ দেখিতে ভালবাসি।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কাল মেঘ একত্রে খেলা করে! পৃথিবীতে কি সেরূপ হয়?"

চকিত হইয়া তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

অস্ফুটস্বরে তেজসিংহ বলিলেন,—"বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না গম্ভীর চিন্তাশীলা নারী; আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।"

অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল, "বালিকারও সেই দুঃখ!" তেজসিংহ সেই-দিকে চাহিলেন,—বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চপলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল; বালিকা সত্যই বালিকা!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলকুটীরে।

তেজসিংহ পাদচারণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সে কুটীরে অগ্নি জ্বলিতেছে,—সম্মুখে ভীমচাঁদ বসিয়াছেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে অন্যান্য ভীলযোদ্ধা বসিয়াছে। সে অগ্নির আলোকে

দেওয়ার কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু পাহাড়জী ভূমিয়া পৈতৃক দুর্গ ও ভূমি রক্ষা করিয়াছে, দিল্লীশ্বরের সৈন্য যতবার একদিকে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছে, পাহাড়জী ততবার প্রবেশ রুদ্ধ করিয়াছে, আপন দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, মহারাণার কার্য্যসাধন করিয়াছে। পাহাড়জীর অধীনে সহস্র কৃষক বাস করে, তাহারা কৃষিকার্য্য করে ও স্ব স্ব ভূমিতে অক্ষয় দূর্ব্বার ন্যায় কৃষকের অক্ষয় স্বত্ব রক্ষা করে; জীবনদান করিবে, কিন্তু সেই ভূমিতে অন্য রাজপুত বা শত্রুকে প্রবেশ করিতে দিবে না। এই যুদ্ধসময়ে সেই সহস্র কৃষক ধনুর্ব্বাণ ও বর্শাহস্তে ভূমি রক্ষা করিতেছে, শত্রুর আগমনে পাহাড়জীর দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছে, এই দশ বৎসরের যুদ্ধে সে দুর্গ শত্রু হস্তগত হয় নাই, সেদিক্ দিয়া শত্রুর প্রবেশ নাই। ভূমিয়াও মহারাণার দেশ রক্ষা করে, শিশোদীয়ার কার্য্যসাধন করে, ভূমিয়াও রাজপুত, তাহারা কি যোদ্ধাদিগের ঘৃণার পদার্থ? পাহাড়জী সম্মুখযুদ্ধ জানে না, হলদীঘাটার যুদ্ধে যায় নাই, কিন্তু পাহাড়জীর শরীরে যতদিন রাজপুতশোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন রাজপুতধর্ম্ম পালন করিবে; যেরূপে যে সক্ষম, মহারাণার কার্য্যসিদ্ধ করিবে।"

রোষে, বিষাদে নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রুজল মোচন করিয়া পাহাড়জী ভূমিয়া কহিলেন, "তেজসিংহ! পিতার গদীতে আরোহণ কর, পাহাড়জী আর এ অবমাননা সহ্য করিতে পারে না, এ অবমাননার পরিশোধ করিবে, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত রণ দিবে, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। আমার লোক রণ বিশেষ জানে না, কিন্তু তিলকসিংহের পুত্রের দ্বারা নীত হইলে তাহারা অবশ্য জয়লাভ করিবে। তিলকসিংহের পুত্র! পিতার গদীতে আরোহণ কর, তাহার পর ভূমিয়ার প্রতি তোমার পিতা যেরূপ আচরণ করিতেন সেইরূপ আচরণ করিও। তাহারাও রাজপুত, তাহারাও যথাসাধ্য স্বদেশ রক্ষা করে।"

বৃদ্ধ পাহাড়জীর এই কথায় তেজসিংহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; সস্নেহে বৃদ্ধের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "পাহাড়জী! তেজসিংহ যদি কখনও পিতৃগদীতে আরোহণ করে, সে ভূমিয়ার সমুচিত সম্মান জানিবে।"

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল, "দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র "বণীগণ" কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই, যে দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ

উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা "বন্দী," তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে, কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পায়; মনে মনে দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন সেই প্রার্থনা করে। তেজসিংহ, আমরা "বন্দী," আমরা যুদ্ধ জানি না, কিন্তু তথাপি রাজপুতমাত্রই খড়্গ ধরিতে জানে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি নিষ্কোষিত করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে; তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধ বয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।"

বৃদ্ধের পুত্রের হত্যাকথা সকলে জানিতেন, সকলে বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন, "পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বন্দীদিগকে আমি সুখী করিব।"

আরও অনেকক্ষণ কথার পর সকলেই এইক্ষণেই যুদ্ধ শ্রেয়, এইরূপ স্থির করিলেন।

এরূপ সময় গম্ভীরস্বরে তেজসিংহ কহিলেন, "আর একটী কথা আছে, আমি আহেরীয়ার দিন নাহারামগ্‌রোতে গিয়াছিলাম।"

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারণীদেবীর নিকট তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন, "চারণীদেবীর আদেশ, 'বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ কার্য্য নয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।' যোদ্ধাগণ, এক্ষণে আপনাদিগের কি মত? দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু তেজসিংহের হৃদয় শান্তি মানে না; যতদিন সে পামরকে শাস্তি না দিব, দিবানিশি তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইবে।' উদ্বেগে তেজসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

সভাস্থল পুনরায় স্তব্ধ; দেবীর আদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে ভগ্নোৎসাহ ও নীরব।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল, "ভগবান্ জানেন, জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে; পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই। তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী যাহা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।"

সকলে নীরবে সেই মত সমর্থন করিলেন, ধীরে ধীরে বিষাদে নিশ্বাস ফেলিয়া তেজসিংহ নিজ গন্তব্যাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাঠোর-দুর্গে।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে, যখন তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গামহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। দুর্গামহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধাগণ দুর্গামহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত ও সত আদরে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামীধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহকর্ত্তৃক দুর্গামহল অধিকারসময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গলে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল; অবশেষে ভীমগড়ের দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে গহ্বর দিয়া দুর্গ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও

জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর যুবা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন বৃদ্ধ ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল;—সানন্দে সেই দরিদ্র ভীল ভিক্ষাধারীকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল; তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া আনন্দে ও উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল;—অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া একবাক্যে কহিল, "আমরা তেজসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি; আমাদের রক্ত, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদীতে উপবেশন করাই।"

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন; আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।"

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত ময়দানে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা বন নাই; পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারাপুঞ্জ দেখা যাইতেছে; নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে; এক এক অগ্নির চতুর্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া আমোদ করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; স্থানে স্থানে কোন চারণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চারণের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বগৌরবগীত শুনিতেছে; সে গীত নৈশ নিস্তব্ধ গগনে উত্থিত হইতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

দীপালোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে শরীর দৃঢ় হইয়াছে, শত যুদ্ধ রাঠোরগণ উল্লাসের করিয়া বর্ষার স্রোতের ন্যায় আপনাদিগের

শোণিতে পর্ব্বত ও উপত্যকা রঞ্জিত হইবে, কত দুর্গ ধ্বংস বা শত্রু-হস্তগত হইবে, কত পুরাতন রাজপুতবংশ নিঃশেষ হইবে, কে কহিতে পারে? কিন্তু সকল যুদ্ধে, সকল বিপদে রাঠোরকুল বোধ হয় রাঠোরের নাম রাখিবেন, জীবনে ও মৃত্যুতে বোধ হয় রাঠোরের আভিজাত্য বিস্মৃত হইবেন না।"

এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া সকলে গর্জ্জন করিয়া কহিল, "স্বর্গীয় তিলকসিংহ মেওয়ারের জন্য জীবন দিয়াছেন; রাঠোরকুলে বালকবৃদ্ধবনিতা কে আছে, যে সেইরূপে মেওয়ারের জন্য প্রাণ দিতে না প্রস্তুত? রাঠোরকুল যতদিন জীবিত থাকিবে, মহারাণার জন্য যুঝিবে। আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার;—তাঁহার জন্য বহিবে!"

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ ও শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নতশির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের একবার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল; একবিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া কহিলেন, "চন্দন! বাল্যকালে দুর্গামহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'চন্দন দেবীসিংহ অপেক্ষা বীর হইবে,' তাহা কি মনে পড়ে?"

সলজ্জস্বরে চন্দন কহিলেন, "প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।"

তেজ। "চন্দন, তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথাসময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।"

বিষণ্ণভাবে চন্দন কহিল, "চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?"

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে;—দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে?"

পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর,—এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।"

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"তাহাই হউক! চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড় অদ্য হইতে রক্ষা করিবে; ভগবান্ সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।"

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোররমণী সাধুবাদ দিতে লাগিল, প্রাচীন দেবীসিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

কিন্তু রাঠোরগণ জানেন না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানেন না, কিরূপ ভয়ঙ্কর শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ একদিন রক্ষা হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ অপহরণের গীত।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হলদীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমহল পর্ব্বত-চূড়া হইতে চন্দ্রাবৎ-পতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দ্রাবৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইতেছে। "দরীখানায়" অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধাগণ ঢাল ও বল্লম হস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ দুর্গেশ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হলদীঘাটার ও তুর্কীদিগের ও রাজা মানসিংহের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ "সুহে-লীয়া" অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাগত চন্দ্রাবৎ-বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধাগণ বসিয়াছেন; কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ অদ্য আর এ জগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব, তাঁহাদিগের অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্য যাঁহারা সভায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে যুদ্ধাঙ্ক শরীরে বহন করিতে-ছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে। যোদ্ধাগণে সগৌরবে সেই বীরত্ব-চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছিলেন ও হলদীঘাটার তুমুল সংগ্রামের কথা বার বার সভাস্থলে আন্দোলন করিতেছিলেন।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের "গোলা" অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারাও যুদ্ধকালে প্রকৃত যোদ্ধা, প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হলদীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের সঙ্গে প্রায় এক শত "গোলা" গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ জনও ফিরিয়া আইসে নাই। গোলাগণ চিরদাস, তাহাদিগের "গোলী" ভিন্ন আর কাহারও সহিত উদ্বাহ নিষিদ্ধ; তাহাদিগের পুত্রকন্যাও দাসদাসী। গোলাদিগের জীবন মরণ প্রভুর হস্তে; তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ "গোলা" বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয়।

অনেকক্ষণ এইরূপ যুদ্ধকথা হইতে লাগিল। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবে? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসি-দিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে সমর্থ আছেন; তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণ পুনরায় রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন! যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন [illegible] ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন বীরপ্রসবিনী মেও-য়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবেন না।

দুর্জ্জয়সিংহের এইরূপ উৎসাহবাক্যে যোদ্ধাগণ তুষ্ট হইলেন,—আনন্দে, উল্লাসে, উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

তখন দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন,

প্রতাপদিগের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন, চন্দ্রাবৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন,—তাহাই গাইলেন। বাক্য-সাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হলদীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন; উল্লাসে তাঁহার নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চরণের উচ্চ গীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; শেষে যখন চরণদেব চন্দ্রাবৎদিগের বীরত্ব গাইতে লাগিলেন, যখন বর্শধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীষণ মূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব উচ্চৈঃস্বরে বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে ও ভীষণ উৎসাহনাদে পরি-পূরিত হইল। চারিদিকে সৈনিকগণ যে নাদ প্রতিধ্বনিত করিল; দুর্গমণ্ডলের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সে তুমুলনাদ বিস্তৃত হইল।

সেই উল্লাসরব শান্ত হইবার অনতিবিলম্বে সভাগৃহের দ্বারদেশে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইল। একজন দ্বারী সভায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! চরণদেবের গীত শুনিয়া আর একজন যুবা চরণ ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়াছেন; তিনিও রাজসভায় প্রবেশ করিয়া একটী গীত শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আমাদিগের বাধা মানেন না, এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়।"

দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন, "চরণদিগের পথ সর্ব্বস্থানেই অবারিত, অপরিচিত চরণকে আসিতে দাও।"

অপরিচিত চরণ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল ও অসীম বলদৃপ্ত শরীর দেখিয়া সকলে ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। চরণের ললাট ও সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তচন্দনে আবৃত।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া চরণ কহিলেন, "চন্দ্রাবৎ-বীর! রাজচরণ যে গীত গাইলেন, আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবরকর্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, ক্ষুদ্র দূর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটী কবিতা রচনা করিতে সক্ষম; সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?"

দুর্জ্জয়। "চরণদেব! তোমার বিনীত ভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, তুমি চন্দ্রাবৎকুলের চরণ কি না জানি না। তথাপি বীর ও কবিদিগের একই পরিচয়; গীত আরম্ভ কর।"

উচ্চস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন; সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যাঁহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগের?

না, যে তস্করের ন্যায় কাড়িয়া লইয়াছে তাহার?

তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে কুলের নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধদান করে তাহাদিগের? না, যে নারী-হত্যা* করিয়া দুর্গ অধিকার করে তাহার?

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে! নারী-হত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে তাহার? না, যে বীর-বালক† অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছেন, তাঁহার?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছেন, হলদীঘাটীর ভীষণ যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছেন! তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাঁহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের; দুর্গচ্যুত হইয়া যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের!

সময়ে সে রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে!"

---

* চিতোরদুর্গ-বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়।

† চিতোরদুর্গ-বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ ছিলেন মাত্র। হলদীঘাটীর যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

গীত সমাপ্ত হইল;—যুবকের অনন্ত সাহস দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "চুণ্ডী-বংশে অসি রক্ষিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর-দুর্গ অধিকার করিবেন!"

দুর্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না। ভ্রূকুটিপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

সভাভঙ্গ হইল; নিঃশব্দে দুর্জয়সিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনের ভাব অনুভব করিতে আমরা সাহস করি না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গীতের অর্থ কি?

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জয়সিংহ খাটে শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে; উভয়ে প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না, উভয়েই রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না।

"গোলীন" ক্রীত বা ভৃত্য দাসী, "গোলা" (গোলাম) ক্রীত অথবা ভৃত্য দাস। প্রতি রাজপুত যোদ্ধার সম্পত্তির মধ্যে বহুসংখ্যক গোলা ও গোলী পরিগণিত হইত। গোলীগণ বিলাসের বস্তু, গোলাগণ যুদ্ধকালে সহযোদ্ধা ও প্রভুর বন্ধু। দুর্জয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক গোলা সর্ব্বদা থাকিত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; যুদ্ধে তাহারা প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। গোলীদিগের কেবল গোলার সহিত বিবাহ সম্ভব, স্বয়ং মহারাণার ঔরসজাত গোলীপুত্রও গোলা, কোন দরিদ্র রাজপুতও সেই মহারাণার পুত্রকে আপন কন্যাদান করিতে সম্মত হইত না*।

* পাঠকগণ দেখিয়াছেন, রাজস্থানের রাজ্যতন্ত্র অনেক অংশে মধ্য-যুরোপের ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ। মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে অধস্তনীয় যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি-সম্পত্তি ও প্রজা ছিল, অথচ সকলেই যৌদ্ধিকভাবে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুই প্রকার দাস—"বসী" ও "গোলা," ফিউডল সময়ের "Coloni" এবং "Slaves" দিগের সদৃশ, তাহাও পাঠকগণ দেখিয়াছেন।

অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন; উঠিয়া পুনরায় ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, দৌবারিক গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?"

প্রধান। "সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।"

দুর্জ্জয়। "বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?"

প্রধান। "তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।"

দুর্জ্জয়। "যে অবধি সেই বালককে দেখিয়াছি, সে অবধি আমার জীবন তিক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আমোদে রুচি নাই, পার্থিব কোনও সুখে ইচ্ছা নাই।"

প্রধান। "প্রভু, এরূপ বিরক্ত হইবেন না; যদিই সেই তেজসিংহ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে প্রভুর কি করিতে পারে?"

দুর্জ্জয়। "যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয় কোনও সন্দেহ আছে?"

প্রধান। "প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এত দিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কিজন্য? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ অনলেই তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

দুর্জ্জয়। "প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে আর একদিন দেখিয়াছি।

প্রধান। "কবে?"

দুর্জ্জয়। "ভীলগণ বা ভূমিয়া কবে বর্শা নিক্ষেপ করিতে জানে? হলদীঘাটীর যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিয়াশ্রেণী সম্মুখরণ দিয়াছিল, বর্শা ও অসিহস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

প্রধান। "এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।"

দুর্জ্জয়। "বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে, কয়েকজন রাঠোর ভীল ও ভূমিয়াবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি

চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক। চিতোরধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে।"

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন—"সেই হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল, কিন্তু আদেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।"

প্রধান। "আদেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?"

দুর্জ্জয়। "তাহা বলি নাই; কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আদেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল; বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ স্বদেশীয়ের রক্তে হস্ত কলুষিত করিবে না।"

প্রধান। "তবে উদ্বেগ কিজন্য?"

দুর্জ্জয়। "যেদিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেইদিন দুর্জ্জয়সিংহ বালকের কণ্ঠোচ্ছেদ করিবে। সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগের আবাস জানা আবশ্যক।"

প্রধান। "অন্বেষণে আমার ত্রুটি নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই।"

দুর্জ্জয়। "অদ্যকার যুবক চারণকে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার গীত বুঝিয়াছিলেন?"

প্রধান। "যুবক চিতোরধ্বংসের গীত গাইয়াছিল, তাহা ভিন্ন আর কিছু জানি না।"

দুর্জ্জয়। "বৃথা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়াছেন। যুবক চিতোরের গীত গায় নাই, দুর্জ্জয়সিংহকর্ত্তৃক অসামরণ আক্রমণের গীত গাইয়াছিল!"

প্রধান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "আমার স্থির বোধ হইতেছে, সেই চারণ তেজসিংহের বন্ধু ও সহচর; তাহাকে এইক্ষণেই পুনরায় ডাকাইয়া আন। অদ্য নিশীথেই কোন না কোন প্রকারে তাহার নিকট তেজসিংহের সংবাদ পাইব।"

মন্ত্রীবর আদেশপালনে তৎপর হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শায়ক কে ?

প্রায় দুই দণ্ড কাল পর প্রধান চরণকে লইয়া সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন। চরণের শরীর দীর্ঘ ও সবল, মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ, নয়ন উজ্জ্বল, ললাটে রক্তচন্দনের দুইটী রেখা, বক্ষঃস্থলে শ্বেত-চন্দন। দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে উপবেশন করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "চরণদেব, আপনার গীতের পরিচয় প্রাতে পাইয়াছি, আপনার গণনাবিদ্যার কথা শুনিয়াছি, সেইজন্য আপনাকে এক্ষণে আহ্বান করিয়াছি।"

চর। "আমি কার্য্যে চেষ্টার ত্রুটী করি না।"

দুর্জ্জয়। "তিলকসিংহের নাম শুনিয়া থাকিবেন, যেদিন আমি বাহু-বলে এই দুর্গ জয় করি, সেইদিন তাহার পুত্র ঐ গবাক্ষ হইতে দূরে পতিত হইয়াছিল। এরূপ পতনের পর মনুষ্য বাঁচে না, সে কি বাঁচিয়া আছে ?"

ক্ষণেক চিন্তার পর চরণ বলিলেন, "জীবিত আছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ আনন্দিত হইলেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি অবস্থায় আছে ?"

চরণ পুনরায় নয়ন মুদিত করিয়া চিন্তা করিলেন, কহিলেন, "বর্ব্বর বা হিংস্রক জন্তুর সহিত সহবাস করিতেছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ অধিকতর আনন্দিত হইলেন, কহিলেন, "চরণদেব, আমি আপনার উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্ট হইয়াছি; আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে — তেজসিংহ কি এই দুর্গ পুনরায় লইবার উদ্যম করিবে ?"

চর। "তাহাকে গণনা আবশ্যক করে না, তিলকসিংহের পুত্র বংশানু-গত 'অভেরী' বোধ হয় বিস্মৃত হইবে না, পৈতৃক দুর্গ সহসা ছাড়িয়া দিবে না।"

দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ রুষ্ট হইলেন, কহিলেন, "কাহার পৈতৃক দুর্গ ? এ দুর্গ, এ প্রদেশ, চিরকাল চন্দাবৎকুলের ছিল, রাঠোরকুল তস্করের ন্যায় আসিয়া দুর্গ লইয়াছিল, দুর্জ্জয়সিংহ সে তস্করদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, পৈতৃক দুর্গ অধিকার করিয়াছে। চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়বংশের মধ্যে প্রধান, রাঠোর শিশোদীয়বংশীয় নহে, মাড়ওয়ার হইতে ভিক্ষুকবেশে আসিয়াছে,

তক্ষকের ন্যায় দুর্গ ও ভূমি লইয়াছে! এ দেওয়ারের আদিমবাসী কাহারা? শিশোদীয়, না রাঠোর?"

ধীরে ধীরে চারণ উত্তর করিলেন, "আমাদের গণনায় দেখা যায়, এ প্রদেশে রাঠোর বা শিশোদীয় আসিবার পূর্ব্বে ভীলগণ বাস করিত। ভীলগণ আদি নিবাসী, ভীলগণ এই দুর্গ স্থাপন করিবে।"

দুর্জ্জয়সিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, কেননা তিনি জানিতেন ভীলদিগের মধ্যে ভীলবেশে তেজসিংহ রহিয়াছেন। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "ভীলই আইসুক, আর মুগলই আইসুক, দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গরক্ষা করিতে জানেন।"

চারণ কহিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হইতে পারি।"

দুর্জ্জয়সিংহ মনে ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি চারণকে অন্যায়, কটু ও কর্কশ কথা বলিয়াছেন। বলিলেন—

"চারণদেব, আপনার উপর আমি অসন্তুষ্ট হই নাই, আপনি বিরক্ত হইবেন না। আপনার নিকট আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কতদিন পর তেজসিংহ দুর্গ আক্রমণ করিবেন?"

চা। "যতদিন বিদেশীয় যুদ্ধ আছে, ততদিন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দুর্জ্জয়সিংহ তুষ্ট হইলেন, চারণকে এক জোড়া মুক্তা পারিতোষিক দিলেন, বলিলেন, "তেজসিংহ পুনরায় এই দুর্গ আক্রমণ করিবেন, সে আক্রমণের ফলাফল আপনি কহিতে পারেন?"

চা। "মনুষ্য-গণনায় তাহা নির্ণয় হয় না, পাপপুণ্যের দ্বারা সে বিষয় নিষ্পত্তি হয়।"

দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ সে বিষয় খড্গের দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।"

চারণ চলিয়া যাইতেছিলেন, এরূপ সময় প্রধান তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি পারিতোষিক ভুলিয়া যাইতেছেন।" চারণ ফিরিয়া ঈষৎ চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহদত্ত মুক্তা কুড়াইয়া লইলেন।

গায়ক চারণদেব প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; চারিদিকে চাহিলেন, পরে সেই মুক্তা-জোড়া সজোরে দুর্গতলস্থ হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন। এ গায়ক কে?

গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে চারণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

চারণ আর দুই একবার চেষ্টা করিয়া গীত আরম্ভ করিলেন।—"রাজপুত-কামিনীগণ, পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন! সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশমবর্ষের একটী বালকে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিলেন, তাহাদিগের পরিণয়ের কথা স্থির হইল, বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুতবালা সত্যভঙ্গ করে না।

"বিপদ্ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল, সেই বাত্যায় উড়িয়া গেল, বা জলে মগ্ন হইল,—কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, সকলে তাহাকে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য-ভঙ্গ করে না।

"চন্দ্রাবৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল; পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"চন্দ্রাবৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দ্রাবৎ ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা বলিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দ্রাবৎ বালিকাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন, বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন; 'চন্দ্রাবৎ অপেক্ষা মৃত্যু বলবান্, বালিকা অগ্রে তাঁহার গৃহিণী হইবে।' রাজপুতবালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষার অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ দেখিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্যভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্র বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ় ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, "এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই; কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।" আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। চারণদিগের সভায় পাঠক তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে অপূর্ব্ব উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! অদ্যাপি সে ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল! চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, "কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথা পাইবে?" পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অব-গুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "চারণদেব এ গীত কোথায় শিখিলেন, বলিয়া কি পুষ্পকে চিরবাধিত করিবেন?"—পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন, "পর্ব্বতে ও কাননে যাঁহার বাস, পর্ব্বতে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি।" পুষ্পের হৃদয় আরও উদ্বেগপূর্ণ হইল, মনে মনে বলিলেন, "জগদীশ্বর! এতদিনের পর কি পুষ্পের মনোবাসনা সার্থক হইল!"

পুনরায় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পর্ব্বতে ও কাননে কাহার নিবাস?"

চারণ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "যিনি দৈবচক্রে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, শিশু-কাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।"

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?"

চারণ। "হলদীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের ধ্বজা দৃষ্ট হইয়াছিল, পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরধ্বজা দৃষ্ট হইবে।"

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন, "জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!"

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে সে জিজ্ঞাসা করে, সে রাঠোরকে কি এখনও আপনি

তেজ। "এ কি বালিকা! এত রাত্রিতে একাকী এখানে ফুল তুলিতে-ছিস্ কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।"

বালি। "এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি।" বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিলেন; বালিকা কি তেজসিংহের সহিত অদ্য পুষ্পের সাক্ষাতের কথা জানে? কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল, "আমার এ মালা লইবে না?"

তেজ। "লইব বৈ কি, দে না।"

বালি। "আমি পরাইয়া দিব।"

তেজ। "দে, পরে বাড়ী আয়।"

বালি। "ও কি, তোমার বুকে কি?"

তেজ। "একটী ফুল।"

বালি। "ফেলিয়া দাও।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "ও যে বাগানের ফুল।"

তেজ। "তাহা হইলেই বা, আমি ফেলিব না।"

বালি। "তবে আমি এ মালা পরাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।"

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

বালিকা "বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক, বন-ফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।"

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল কি আবার রাগ করে?"

বালি। "করে না? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?" বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বিরক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রিতে একাকী গিয়াছিলে?"

তেজ। "কেন?"

বালি। "পথে যে ভয় আছে।"

তেজ। "কিসের ভয়?"

বালি। "চোরের।"

তেজ। "কৈ, আমি ত তাহা জানি না।"

বালি। "তোমার কিছু চুরি করে নাই?"

তেজ। "না।"

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—"তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?"

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন।

এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয়-দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে; এইমাত্র ত সে একটী প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। বালিকার কথা তেজসিংহ কিছু বুঝিলেন না। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা পুনরায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—

"কেমন, একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?"

তেজ। "না, চুরি হয় নাই, কোথায় রাখিয়া আসিয়া থাকিব।"

বালি। "আমি খুঁজিয়া দেখিব?"

তেজ। "দেখিস্।"

বালি। "যদি পাই তবে আমার?"

তেজ। "হাঁ।"

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল, শেষে বলিল—

"আমার এ মালা লইবে না?"

তেজ। "না, লইব না, তুই বাড়ী যার।"

বালি। "আমি যাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বিরক্ত হইয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকা-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন; এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও মধুরবর্ষিণী; বোধ হইল, যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশিকে আকুল করিয়া সে দেবনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। বালিকা বিদীর্ণ হৃদয় না হইলে কি এ গীত সম্ভবে? ভীলবালার হৃদয়ের সেই গীত কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

সেনানিগণ তাহার অর্থ বুঝিত; নির্জ্জন বনে শব্দ শুনিলে তাহার অর্থ বুঝিত; ভীষণ ইঙ্গিতে, মধ্যে মধ্যে, সময় পাইলেই, প্রতাপ নিজ সৈন্য একত্র করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন। চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রু-হস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, সাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত; প্রতাপ-সিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

ফরিদ খাঁ সসৈন্যে চপ্পন অধিকার করিয়া চাওয়ন্দ দুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন; সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল; ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনানিগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল; সহসা ফরিদ খাঁ চারিদিকে অধিত্রাস্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন; সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা তাঁহার একজন সৈন্যও আর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ্ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্য-সংখ্যা, দুর্গ-সংখ্যা, যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক উপত্যকায় বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন।

ভবিষ্যৎ-গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল। দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া পুনরায় সে বৎসর মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্যাপি অজেয় স্বাধীন।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ সিসোদীয়ার নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন!

পুনরায় পর্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্বতকন্দর ও নির্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ সিসোদীয়ার নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

যুদ্ধরক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল; শত্রুসৈন্য আরও রাশীকৃত হইতে লাগিল; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ সিসোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল; অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের ন্যায় মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল, নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না;—মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্বতকন্দরে ও নির্জন গহ্বরে বাস করিতেন; মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন; শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্বত হইতে পর্বতান্তরে পলায়ন করিতেন; কখন বন্যভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বন্যপশুর গহ্বরে লুকাইতেন! রাজপরিবার তাঁহাদের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না; কখন কখন ক্ষেত্রের "ঘাস" দূর্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে প্রচার হইল, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার হইল; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে ধন্য ধন্য রব করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা, প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহানুভব আক্‌বর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদ্‌বর্গ চমৎকৃত হইলেন; দিল্লীর মণি-মাণিক্য-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল।

পাঠক! এ উপন্যাসকথা নহে; প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর বীরত্বকথার নিকট উপন্যাসকথা কি ছার! কোন্ উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা দুর্দমনীয় সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার—ইহা অপেক্ষা প্রকৃত দেশানুরাগ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছ? ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের কথা স্মরণ হইলে উপন্যাসকথা কি অসার বোধ হয়? আর্য্যভূমির কথা কি অলীক বোধ হয়? প্রতাপ-সিংহের বীরত্ব আলোচনা কর; তিনি সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আক্‌বরসাহের সহিত একাকী যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর অবিশ্রান্ত কন্দরবাসী ক্ষত্রিয় একাকী দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন! পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন; স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর; উটী আমাদিগের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আক্‌বরসাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খানখানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুকে উপলক্ষ করিয়া উটি লিখিয়াছেন।

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না।
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছেন,
"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,
"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতির মান রাখিয়াছেন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপারাচতা।

দিনে দিনে, মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল, শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, দুর্গসমূহ একে একে শত্রুহস্তগত হইল, কিন্তু বনবাসী প্রতাপসিংহ যবে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম হইল, অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপসিংহকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে; প্রতাপসিংহ কখন জালাবেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিতেছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক্ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনে যেন যোদ্ধাগণ অধিকতর উন্মত্ত হইয়া সেই ঘোর সংগ্রামে মিলিত হইল, যুদ্ধের পৈশাচিক রব রজনীর নিস্তব্ধতায় পর্ব্বত ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী আধারে একটী গহ্বরমুখের দিকে আসিতে লাগিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না; সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সেই আধার আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে বনাচ্ছাদিত পর্ব্বতপথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাসশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার একটী নিবিড় ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল, সেই ঝোপে একটী গহ্বরের মুখ আবৃত ছিল। আধার গহ্বরে প্রবেশ করিল; ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল। নিস্তব্ধ গহ্বরে শব্দমাত্র নাই; কেবল দূর হইতে ভয়ানক যুদ্ধশব্দ এক একবার প্রবেশ করিতে লাগিল; বোধ হইল, যেন অদ্যই জগৎ মোগলশূন্য বা রাজপুতশূন্য হইবে।

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিতা পুষ্পকুমারী এই গহ্বরে আনিতা হইয়াছিলেন। এ ভীষণ যুদ্ধে দুর্গামধ্যে রমণীদিগের স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার স্থান হইতে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি পুষ্প কি জানিতেন যে, অদ্য কাহার যত্নে তিনি এই নির্জ্জন নিরাপদ গহ্বরে আশ্রয় পাইলেন? পুষ্প কি জানিতেন যে, আর একজন রাজপুত বীররমণীও এই ভীষণ যুদ্ধ সময়ে এই নির্জ্জন ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন?

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল; সেই দীপালোকে পুষ্প দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় উজ্জ্বলনয়না গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে; নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতহৃদয়া ও উচ্চকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়; তথাপি পরিশ্রমে বা ক্লেশে বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু দেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সেই অপূর্ব্ব নির্জ্জন পর্ব্বত-গহ্বরে সেই গরীয়সী অধিষ্ঠাত্রী দেবতুল্যা রমণীকে দেখিয়া পুষ্প চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, আপনি কে জানি না; এইমাত্র জানি যে, আমি অভাগিনী! আপনি দেবী কি মানবী জানি না; আমার হৃদয় যেন সভাই আপনাকে ঈশানীস্বরূপ জ্ঞান করিতেছে। কি লীলার জন্য আপনি এ গহ্বরে বাস করেন জানি না, কিন্তু দেবী হউন আর মানবী হউন, অনুমতি করুন, আপনার দর্শন আর হারাইব না, আপনার দাসীর মধ্যে আমাকে গণ্য করিবেন। পুষ্প এ জীবনে অনেক সহ্য করিয়াছে; অনুমতি দিন, এক্ষণে এই নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিয়া দেবীর সেবায় শান্তিলাভ করিবে।"

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও সজল নয়ন দেখিয়া অপরিচিতা সান্ত্বনাস্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "দেবি! অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা; আমি এ গহ্বরবাসিনী নহি, তোমারই ন্যায় বিপদ্ হইতে পলায়ন করিয়া এই গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। পুষ্প! পুষ্প

অপেক্ষা তোমার মত কথাগুলি মিষ্ট! এই বিপদের দিনে আমাদের সাক্ষাৎ হইল; যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকট থাকিও, আমার পুত্রকন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।"

এই সদয় বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পুষ্প নিজের পরিচয় দান করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, বালিকা একটী রাঠোর বালককে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দাবৎ সুর্জ্জমলদিগের চিরপ্রচলিত 'বৈরী' বশতঃ রাঠোরবধূ কাড়িয়া লইয়াছেন। রাঠোরবধূ বোধ হয় জীবিত আছেন, কিন্তু কোথায় আছেন পুষ্প জানেন না; পুষ্পের এ জগতে মহদের শরণ লওয়া ভিন্ন স্থান নাই, সে এখনও কুমারী।

এই দুঃখকাহিনী শুনিয়া অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাসদান করিলেন ও কহিলেন, "আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন; এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন।"

পুষ্প। "দেবি! যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, দেবী কোন্ উচ্চবংশসম্ভবা, দেবী কাহার গৃহিণী?"

অপরিচিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "পুষ্প! অদ্য আমাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; অদ্য আমার পরিচয় অব্যক্ত থাকিবে। কেবল এইমাত্র জানিও পিতার বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে, স্বামীদেব একজন শিশোদীয় যোদ্ধা, সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াছেন, সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিবেন; ভবানী তাঁহার সহায়তা করুন।"

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পুষ্প পুনরায় অপরিচিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনার কথায় বোধ হয় আপনি কোন উচ্চ বংশের গৃহিণী; বোধ হয় অন্য কোন বংশের সহিত আপনাদিগের 'বৈরী' আছে; এ যুদ্ধের সময় আপনাদিগের বিপদ দেখিয়া তাহারা আপনাদিগের সম্পত্তি ও দুর্গ লইয়াছে। মেওয়ারের সকল বংশেরই এইরূপ বংশগত 'বৈরী' আছে; রাঠোরবংশেও চন্দাবৎ সুর্জ্জমলদিগের বংশে এইরূপ 'বৈরী' আছে।"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অপরিচিতা কহিলেন, "আমাদেরও বংশানুগত 'বৈরী' আছে, শত্রুকুল দুর্গ লইয়াছে, সম্পত্তি এখনও লইতে পারে নাই, কিন্তু যুদ্ধ চলিতেছে।"

পুষ্প। "বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে কিরূপে গৃহকলহ চলিতেছে?"

অপ। হাসিয়া কহিলেন, "বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে মেওয়ারে সমস্ত গৃহকলহ কান্ত থাকে, আমাদিগের 'ওরেরী' কান্ত হয় না।"

পুষ্প। "এ 'ওরেরী' কত পুরুষ অবধি চলিতেছে?"

অপ। "যতদূর মেওয়ারের চারণগণ মেওয়ারের ইতিহাস কহিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত আমাদিগের এই 'ওরেরীর' নিদর্শন দেখা যায়।"

পুষ্প। "কিন্তু শত্রুকুল বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে কখনও আপনাদিগের পৈতৃক দুর্গ অপহরণ করিতে পারে নাই।"

অপ। "তাহাও হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শত্রুকুল আমাদিগের দুর্গ লইয়াছিল, কিন্তু কতদিন রাখিতে পারে? পুনরায় সে দুর্গ শিশোদীয়-অধিকৃত হয়। পুনরায় এক্ষণে লইয়াছে, সেই জন্য আমরাও পর্ব্বতবাসিনী, কিন্তু কতদিন রাখিবে?"

পুষ্প। "আপনারা কখন শত্রুকুলের দুর্গ লইয়াছিলেন?"

অপ। "পারি নাই, কিন্তু উদ্যমের ক্রটী নাই। স্বামীর পিতামহের সময় আমাদের বংশ প্রায় শত্রুকে পরাজয় করিয়া শত্রু-দুর্গ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইলেন; সেই যুদ্ধের পর পিতামহের মৃত্যু হয়।"

পুষ্প। "সে যুদ্ধ কোথায় হয়?"

অপ। "বায়নায় যুদ্ধ হয়।"

এ গর্ব্বিণী অপরিচিতা কে? বায়না কোথায়? পুষ্প এই চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে সহসা সেই গহ্বরে দীর্ঘকায়া একজন রমণী প্রবেশ করিলেন; তিনি নাহারা মগরোর চারণীদেবী!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যৎ-বাণী।

চারণীদেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন, "দেবি! গণনায় অদ্য জানিলাম, এই অন্ধকারময় জীবনগহ্বর অদ্য পবিত্র ও আলোকপূর্ণ; চারণী দৃষ্টিহীনা, কিন্তু এ পর্ব্বত-প্রদেশের পথ তাহার অবিদিত নহে। দিব্য চক্ষে সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম,

জহরব্রত করিয়া দেখাব। অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন; মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।"

আর মহোপদেশক্রমে অনাবশ্যক জানিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন; পুষ্প চকিত ও বিস্ময়পূর্ণ হইয়া ক্ষণিক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ভক্তিভাবে মহারাজ্ঞীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ্ঞী তাঁহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

পরে চারণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার নিকট অবিদিত নাই; আমার হৃদয়ের চিন্তা দূর করুন।"

"অদ্য মহাযুদ্ধে স্বামী লিপ্ত হইয়াছেন; স্বামীর মঙ্গলবার্ত্তা কহিয়া এ হৃদয় শান্ত করুন।"

চারণীদেবী ক্ষণেক ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন; ক্ষণেক পরে বলিলেন, "রাজ্ঞী, নিরুদ্বেগ হউন; মহারাণার এ যুদ্ধে আপদ্ নাই।"

মহারাজ্ঞীর হৃদয় শান্ত হইল; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! এ বিপদ্ কত দিন থাকিবে?—আমাদিগের সমস্ত দুর্গ শত্রুহস্তগত,—বিপদ্‌কালে আমাদিগের কোথায় বসতি?"

চারণী। "ভীলগণ শিশোদীয়দের চির-বিশ্বাসী; মহারাণা উদয়সিংহকে কৌমলমীর ভীলচাঁদের নিকটে আশ্রয়দান করিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে তাহারাই আশ্রয়দান করিবে। অটবীর গভীর ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, মোগলের পদ প্রবেশ করে না; মহারাণার পরিবার তথায় যাইয়া নিরাপদে থাকিবেন, ভীলগণ তথায় আপনাদিগকে রক্ষা করিবে।"

অন্যান্য কথার পর মহারাজ্ঞী পুষ্পের দিকে চাহিয়া হাসিয়া পুনরায় চারণীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেবি, শিরোহির সহিত আমাদিগের বংশানুগত যে 'বৈরী' চলিতেছে, তাহা কি আপনি নিষেধ করেন?"

চারণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পুরুষে পুরুষে এ পবিত্র 'বৈরী' চলিতে থাকুক, এ 'বৈরী' যবে শেষ হইবে, মেওয়ারের জীবন তবে শেষ হইবে।"

রাজ্ঞী। "দেবি, আর একটী কথা বলিয়া এ ব্যথিত হৃদয় শান্ত করুন; মেওয়ারের এ কাল সময় আর কতদিন থাকিবে?"

চারণীদেবী উত্তর করিলেন, "মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।"

রাজ্ঞী। "কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি?"

চরণীদেবী অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধনেত্রে চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, "রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়; অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন; এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের আশীর্ব্বাদে মেওয়ারের বিজয়।"

রাজ্ঞী। "ভামাশাহের সহায়তায় কি হৃদয়েশ্বর চিতোর উদ্ধার করিবেন?"

চরণী। "মহারাজ্ঞীর পুত্র চিতোর উদ্ধার করিবেন; মহারাণা প্রতাপসিংহ সে দিন দেখিবেন না।"

রাজ্ঞী। "তাহাই হউক! হৃদয়েশ্বর মেওয়ার রক্ষা করুন, পুত্র অমরসিংহ পুনরায় চিতোর উদ্ধার করুন। দেবি! আপনার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ে শান্তি দান করিল, যদি অনুমতি করেন, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।"

চরণী। "মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চরণীদেবী তাহা সানন্দে পালন করিবেন।"

রাজ্ঞী। "সে প্রশ্ন এই,—মেওয়ারের দূর ভবিষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয়ের বিজয়?"

এবার চরণীদেবী অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধনেত্রে চিন্তা করিলেন, তাঁহার পরিষ্কার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থির নয়ন অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ; ভবিষ্যৎ আকাশ যতদূর দেখিতে পাই, মেওয়ার তমসাচ্ছন্ন, রাশীকৃত মেঘের পর রাশীকৃত মেঘ; অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার। রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া মেওয়ার ও সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। এ কি প্রলয় উপস্থিত! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, আর দেখিতে পায় না।"

চরণী নিস্তব্ধ হইল, গভীর অন্ধকারে তাঁহার গম্ভীর বাণী বার বার সেই পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমহল ত্যাগ।

কিরূপে ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় দেশপ্রিয়া ছিলেন; ক্লেশ ও যাতনা তুচ্ছ করিয়া কঠোর প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন, তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। বন্য হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; শীতকালে ক্রন্দমান শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতজল ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের "ঘাস" দুর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখন বা প্রস্তুত রুটী একবার, দুইবার, পাঁচবার ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত বৎসর বৎসর যুদ্ধবাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও পাইলেন না! অবশেষে তিনি চন্দাবৎ দুর্জ্জয়সিংহের দুর্গমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, এবং শত্রুদিগকে আপন অল্প সৈন্য লইয়া নানাদিক হইতে বার বার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদে ছাড়িয়া দিলেন; অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া দুর্গমহল বেষ্টন করিল; মেওয়ারের প্রধান

যোদ্ধাগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ত্রাতা! দুর্জ্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্য-মহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত। বিশ্বাস-ঘাতকতা জানেন না; রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত; বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেস্থানে অতিশয় ঘোরতর বিপদ্ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই প্রথমে সেই স্থানে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে; চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে। একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ ভীষণ বলে দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল ও সেই পথ দিয়া অসংখ্য মোগল দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসীগণ এই বিপদ্ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল; সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয়মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন; যেন অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন, অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন; পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শোণিতার্দ্র তনুতে দুর্গে প্রবেশ করিলেন! এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসীগণ জয় জয় নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয় জয় নাদ শুনিলেন; রজনী প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন; বিংশতিমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দমনীয় তেজে সহসা শতশত মোগলকে আক্রমণ করি-লেন; সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইলে অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে মোগল-সেনানীর শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিলেন; অন্যান্য মোগলদল আসিবার পূর্ব্বে দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল, চন্দাওয়তের বীরত্বঘোষে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের সাহসে ও বীরত্বে যেন তুষ্ট হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; রজনীতে যথা যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রালোকে বা মশালের আলোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন ; আপন আপন সৈন্যগণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া সৈন্য আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই ভীষণনাদে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই ন্যূন নহেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাবৎ ও রাঠোর একত্র দুর্গে প্রবেশ করিতেন ; পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেন ; পরে যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর ; কপটাচারিতার পরিচয় নাই, শঠতার পরিচয় নাই, পরম শত্রুর প্রতিও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই ! সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই !

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল ; অবশেষে দুর্গমধ্যের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল ; তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে, অতিশয় সঙ্গোপনে রাজপরিবারকে জীবগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল ; দুর্জয়সিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন ; পরে যোদ্ধাগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তথনও দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিলেন, আরও এক মাস দুর্গ রক্ষা করিলেন, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে ; দুর্গমধ্যের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল ; দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম ;—বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে,

ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল; কিন্তু শতের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না; রাজপুত হীনসংখ্যা হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, তীর ও বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল-প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্নভিন্ন ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অদ্ভুতবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল; উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দ্রাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছেন, রাঠোর চন্দ্রাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছেন; আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।"

দুর্জ্জয়। "মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?"

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দ্রাওয়ৎ বীর বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।"

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল;—রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দিয়া হ্রদ পার হইলেন।

সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড় রক্ষা।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীম-গড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিলেন, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল; কিন্তু সে আশায় তাঁহারা অচিরে নৈরাশ হইলেন।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও উপত্যকায় উপত্যকায় বাস করিতেন; স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন; সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বতগহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন; অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে বিশ্বস্ত সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিয়াছিল; রাজ-পরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচ শত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিলেন, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন; তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাসারের ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়; রাজপরিবারকে শত্রুর হাতে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে; কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র; নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গরক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!"

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন, "প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষাভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন; ভীমগড়-সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।"

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন, "চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই"—পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?"

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কি উপায়ে ও কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে তিন শত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেস্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ,—সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ; নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট বিশত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গবেগে মুসলমানগণ আসিয়া পড়িল, একেবারে ভীষণ হুঙ্কারে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল।

সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণিকে আক্রমণ করিতে লাগিল; সে অসংখ্য

বীরবতী সেনার যে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্বত আরোহণ করিবার একটীমাত্র পথ, সুতরাং যবনেরা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতগণকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বার বার মহাগর্জনে মুসলমানগণ সেই রাজপুতদিগের উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু অনতিদীর্ঘ পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় রাজপুতেরা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। শেষে সমস্ত যবন অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একেবারে গর্জন করিয়া ছুটিল, কিন্তু রাজপুতদিগের অসি ও বর্শাও দুর্বল ছিল না, পথ পরিষ্কার হইল না।

এক প্রহর কাল সেই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল; এক প্রহরের মধ্যে সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতসেনা কম্পিত হইল না।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, দুহিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতি ধর্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে,—প্রতি রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল,—নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল, পশ্চাতে চাহিল না। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন সে যোদ্ধার জগতে পরাজয় নাই। যবনের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রতি রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ বর্শা ও অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল, কিন্তু রাজপুতেরা ক্ষান্ত হইল না। ক্রমে যুদ্ধস্থানে শব রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উন্মাদিত মুসলমান যোদ্ধা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল; শবপ্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক ও অকম্পিত রাজপুত যোদ্ধা তখনও অব্যর্থ অসিচালনা করিতেছে।

পূর্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল; অসংখ্য মুসলমানগণ তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া কতিপয় অবশিষ্ট রাজপুতকে আক্রমণ করিল, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল। বিংশ কি দ্বাবিংশ রাজপুত যোদ্ধা তখনও পর্বতপথ রোধ করিতেছে, তখনও সেই সঙ্কীর্ণ পথে বিংশতি মুসলমানের গতিরোধ করিতেছে;—ধন্য বীরত্ব!

পূর্বদিকে সূর্যদেব দেখা দিলেন; তখন রক্তাপ্লুতকলেবর বীর চন্দনসিংহ সে পর্বতপথ ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দুর্গে প্রবেশ করিলেন; আর সঙ্গে অনুমান বিংশমাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ

নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন রক্তবর্ণে [illegible]যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া [illegible]র বীরগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝনুঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল, কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোর বীরগণ তখনও অধীনতা স্বীকার করিবে না, শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে!

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ-বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগের অবসন্ন ও শ্রান্ত শরীর লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন, "অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।" সেনাগণ সসজ্জ হইয়াই দুর্গদ্বারের বাহিরে ক্ষণেক বিশ্রাম বা আহারাদি করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগের উদ্যম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন; দেখিলেন, প্রায় এক সহস্রের অধিক মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে; বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দ্বিশত জন রাঠোর; যুবকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল; ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধাগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ; মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে [illegible] যবন, ভিতরে কেবল আমরা জীবিত আছি; আর যুদ্ধ সম্ভবে না। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?"

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন, "রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না?"

চন্দনসিংহ। "তাহার পর?—তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা যবনের সেবী হইবে; রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে?"

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল।

চন্দনসিংহ—"আমার মত,————"শক নির্ব্বাহ করিব।"

রাজপুতমণ্ডল সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য;—ক্ষণেক পর সকলেই গর্জ্জন করিয়া কহিল "শক নির্ব্বাহ করিব।" সে ভীমগর্জ্জন মুসলমানেরা শুনিতে পাইল; বুঝিল, এখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর-রমণী-বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন; পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, যুদ্ধের সংবাদ কি?"

পুত্র। "সংবাদ ভাল; কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করায় নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।"

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন; পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"মাতঃ! যদি অনুমতি করেন তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে তিন শত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছে, এক্ষণে দুর্গের ভিতর বিশতের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র; অল্পক্ষণেই দুর্গারোহণ করিবে।" অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না;—বীর বালক অলক্ষিতভাবে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশত রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?"

ধীরে ধীরে স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন, "রাজপুত মনুষ্য সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না,—যুদ্ধ দান করিবে,—কিন্তু রাজপুতরমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়;—শক নির্ব্বাহ আবশ্যক!"

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন,—"বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও; অচিরে শক নির্ব্বাহ হইবে।"

পরে অন্যান্য রমণীকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্য বদনে কহিলেন, "সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? আজ তুর্কীগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধা যেরূপ বীর, রাজপুতরমণী সেইরূপ সতী!"

আনন্দে সমস্ত নারীমণ্ডলী উঠিল, করতালি দিয়া বালিকাগণ আগে আগে চলিল।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেব-দেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে একত্রিত হইয়া আনন্দে দেবনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কারবিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব লাভ করেন।

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে বিশত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন, নিঃশব্দে তাঁহারা হৃদয়ের হৃদয়কে দগ্ধ হইতে দেখিলেন। মাতা, বনিতা, ভগিনী ও আত্মীয়াকে, জগতের মধ্যে সমস্ত প্রিয় দ্রব্যকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না ; জগৎ ত্যাগ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন। পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্ম ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন,—গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন ; এ জীবনে শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। উঃ! সে সময় যোদ্ধার মনোগত ভাব কে বর্ণনা করিতে পারে! চিতা তখনও জ্বলিতেছে,—চিতায় হৃদয় সুখ দগ্ধ হইয়াছে ; জীবনে আশা নাই ; রুচি নাই,—সে জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় সহসা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল,—বিস্মিত যবনেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া একেবারে সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুতসংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ যবনের হস্তগত হইল, কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল,—তাহারা সেই বিশত যোদ্ধার যুদ্ধকথা জীবনে বিস্মৃত হইল না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ মোগল পুত্র বা পৌত্রকে জীবনগড় দুর্গবিজয়ের কথা গল্প করিত ; রাঠোরদিগের শব নির্ব্বাহের কথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরের কাতরতা।

এইরূপে সমরতরঙ্গ চারিদিকে বহিতেছে, প্রতাপসিংহ সেই ক্ষীণ-নিবা-সিত চন্দন প্রদেশে চাবণ্ড দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, বা গহ্বর হইতে গহ্বরা-ন্তরে নিবাস করিতেছেন। মহারাজ্ঞী সসন্তানে কাউরার বন্দি হইতে পুনরায় স্বামীর নিকট আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় একটী পর্ব্বতের উপর রাজসভা হইয়াছে; হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদল রাজগদী, নৈশ গগন চন্দ্রাতপ, চারিদিকে অসংখ্য অসম পর্ব্বতচূড়া ও পর্ব্বতমালা পুত্তলিকাবৎ স্তব্ধ!

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলেশ্বরগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালাকুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সখী অনেকে আর নাই, নব নব বালকগণ একণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতা-পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ আছেন কিন্তু প্রতাপের কত পুত্র এই কাল সমরে হত হইয়াছেন! কত আত্মীয় বন্ধু মহারাণার চতুর্দ্দিকে দিন দিন হত হইতেছেন! এ কাল সমরে কি শিশোদীয়ের বংশ নির্ম্মূল হইবে?

নির্ম্মূল হউক! কিন্তু তুর্কীদিগের অধীনতা স্বীকার যেন না করে! প্রতাপসিংহের এই আদেশ যোদ্ধাগণ শুনিলেন, সকলে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

কদাচিৎ খাদ্য আসিত; প্রতিদিন খাদ্য পাওয়া যাইত না,—কতদিন শত্রুতাড়িত হইয়া প্রতাপসিংহ কেবল জঙ্গলের ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন, কতদিন বা অনাহারে থাকিতেন। রাজপুত্র এ ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেন না।

বৃক্ষপত্র-বিনির্মিত পাত্রে সকলে বন্য ফলমূল লইয়া আহার করিতে বসিলেন; মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিতে অক্ষম হইলেন। অনেকক্ষণ পর বলিলেন,—

"চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ ও রাঠোর তেজসিংহ! তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ, রাজপরিবারকে বিপদের সময় স্থান দিয়াছ, যুদ্ধসময়ে পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। আমি শতবার সানন্দে তোমাদের যুদ্ধ দর্শন করিয়াছি,—তোমরা উভয়েই তুল্য বীর, উভয়েই অতুল্য! তোমাদের মধ্যে কাহাকে "দুনা" দিব, আমি জানি না।"

এই কথায় সভাস্থ সকলেই সম্মানিত দুই জন বীরের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সেই নিস্তব্ধ সভার মধ্যে তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাণা যদি অনুমতি দান করেন, তবে এ দাস একটী কথা নিবেদন করে। দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলদুর্গে প্রাসাদে রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছিলেন; তিনিই "দুনার" যোগ্য। আমি গহ্বরে মাত্র রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছিলাম, কেননা আমার পৈতৃক দুর্গ শত্রুহস্তে ছিল; সুতরাং আমি দুর্জ্জয়সিংহের সমকক্ষ নহি।"

মহারাণা সস্নেহে বলিলেন, "তেজসিংহ! রাজপরিবারের পক্ষে এক্ষণে প্রাসাদ ও গহ্বর সমান; তথাপি তোমার কথায় আমি অদ্য দুর্জ্জয়সিংহকে "দুনা" দান করিব; ভরসা করি, অচিরে তুমি পৈতৃক দুর্গ অধিকার করিবে।"

"এ দাস যত্নের ত্রুটী করিবে না" বলিয়া তেজসিংহ দুর্জ্জয়ের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দুর্জ্জয়ের নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

ভোজন শেষ হইল, সভা ভঙ্গ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে; রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে; রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রবধূ

ক্ষেত্রের "যব" চূর্ণের আটা প্রস্তুত করিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিতে-ছিলেন,—পুত্রকন্যাগণ উঠিলে ক্ষুধায় কাঁদিবে, এইজন্য রুটী করিতেছিলেন। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক ক্ষণ নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিলেন; এ কি মেওয়ারের মহারাণার পরিবার, না পর্ব্বতবাসী একটী দীন-পরিবার?

মহিষী দূর হইতে স্বামীকে দেখিতে পাইলেন। পুত্রবধূর নিকট রুটী রাখিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে আসিলেন; দেখিলেন, মহারাণা অদ্য চিন্তাকুল।

পতিব্রতা বৎসলসিন্ধু মহিষী সস্নেহে মহারাণাকে কহিলেন, "এ কি! অদ্য মহারাণা কাতর কেন? কুলীরা কি বলিবে, এতদিনে মহারাণা প্রতাপসিংহ বিপদে ও যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন?"

প্রতাপসিংহ সস্নেহে কন্দরের মহিষীকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "জগদীশ্বর জানেন, বিপদে ও আহবে রাজপুত কাতর নহে। রাজপুত অনেক সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এ দৃশ্য রাজপুতেরও অসহ্য! এই পাহাড় কি চিরকাল রাজমহিষীর প্রাসাদ হইবে; ঐ প্রস্তর কি রাজপুত্রের শয্যা!"

রাজমহিষী কহিলেন, "রাজন্! বিপদ চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু বীরত্ব-গৌরব চিরস্থায়ী।"

প্রতাপ বলিলেন, "মহিষী! যদি তোমার মুখমণ্ডলে একদিন বিরক্তির চিহ্ন দেখিতাম, তবে আমার এ কষ্ট হইত না। কিন্তু দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে তুমি তাপসীর ন্যায় এই কষ্ট সহ্য করিতেছ; গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে এই পর্ব্বতে বাস করিতেছ, স্বহস্তে জল আনিয়া রন্ধন করিতেছ, সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিতেছ; এইরূপে জীবনযাপন করিবার জন্য কি প্রতাপ-সিংহকে বিবাহ করিয়াছিলে! প্রতাপসিংহ স্বীয় পত্নীকে থাকিবার একটী আবাসস্থান দিতে পারিলেন না!"

রাজ্ঞী কহিলেন, "স্বামীর পার্শ্ব হইতে রমণীর সুখস্থান কি আছে? নলরাজা যবে বনগমন করিলেন, দময়ন্তী কি প্রাসাদে ছিলেন? আপনি স্বয়ং যখন এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করেন, দাসী কি অট্টালিকা ইচ্ছা করে?"

প্রতাপ উত্তর করিলেন না; নিঃশব্দে সেই বৎসলসিন্ধু মহিষীর মুখাম্বুজ চুম্বন করিলেন; মহিষী পুনরায় রন্ধনার্থ গেলেন।

প্রতাপ সেই স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই পর্ব্বত ও কন্দরবাসী রাজপরিবারের দিকে দেখিতে লাগিলেন, এ কাল সময় কি কখনও শান্ত হইবে?

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, প্রাচীন যোদ্ধাগণ একে একে হত হইয়াছেন, সেনাসংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়াছে! প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই! হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই, কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রু-আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন। পাঁচবার এইরূপ খাদ্য ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছেন, অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই; ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত!

কখন বা রজনীতে স্বামীপার্শ্বে রাজমহিষী কোন পর্ব্বতে শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে মুষলধারা বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন।

নীরবে প্রতাপসিংহ পর্ব্বতপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, নীরবে এই সমস্ত চিন্তা একে একে তাঁহার বীরহৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। এরূপ ক্লেশ নাই, এরূপ বিপদ নাই, যাহা সেই বীরপ্রবর তুচ্ছ করিতেন না, কিন্তু যাহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের এ বিপদ, দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে এ কষ্ট দেখা সহ্যের বীরপুরুষের অসহ্য! তিনি চিন্তার শেষ পাইলেন না, শ্রান্ত হইয়া সেই অন্ধকারময় নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন! অদ্য বীরহৃদয় কাতর!

সহসা হৃদয়বিদারক বালিকা-রোদনে প্রতাপসিংহ চমকিত হইলেন, আপন পুত্রকন্যার দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রুটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার বালিকার রুটী একটী বন্যবিড়ালে লইয়া গিয়াছে; বালিকা অসহ্য ক্ষুধার যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে!

রোষে, বিষাদে অদ্য প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, বিপদে বা যুদ্ধে, শত্রু বা মিত্র কেহ কখনও প্রতাপসিংহের নয়নে জল দেখে নাই। আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন;—

"যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজ্যলাভে জলাঞ্জলি দিবে।" পরদিন মহারাণা আকবর সাহের নিকট পত্রদ্বারা সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপবিত্রে পবিত্রতা।

দিন গেল, মাস অতীত হইল, যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না, সে পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাবৎ, সক্তাবৎ, জগাবৎ প্রভৃতি শিশোদীয় কুলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, সকল কুল ও শাখাকুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন; শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

ভবিষ্যতে কি কর্ত্তব্য প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুরুষমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই।

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে; শত্রুবিরুদ্ধে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রধান প্রধান প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন? পুরাতন সেনা প্রায় সমস্ত হত হইয়াছে, মেওয়ারে আর সেনা নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই! চারিদিকে অসংখ্য মোগল সৈন্য রাশী-কৃত হইতেছে, চারিদিক্ হইতে তাহারা অগ্রসর হইতেছে, প্রতাপসিংহ কি লইয়া তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ করিবেন? চাভণ্ড দুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? না, তবে কি পরামর্শ দেন? অম্বর ও মাড়ওয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও জঙ্গলে বাস করিয়াছেন, দিবসে নিশীথে অনন্ত ক্লেশ অনন্ত বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর শ্রেষ্ঠ

পদ স্থাপন করিয়াছেন, [illegible] সেই পদে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ভীক শিশোদীয় বংশ কি ভূতীর দাস হইবে! বীরগণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তদপেক্ষা বংশ নির্মূল হওয়া ভাল।"

আর এক উপায় আছে। রাজস্থানের পুরাতন রীতি অনুসারে সমস্ত যোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করুন, রাজপুত রমণীগণ চিতারোহণ করুন। সে যোদ্ধ্মণ্ডলীর মধ্যে একজনও সে প্রস্তাবে ভীত ছিলেন না, কিন্তু পুরাতন শিশোদীয় বংশ কি জগতে একবারে বিলুপ্ত হইবে? পূর্ব্বপুরুষগণ কি স্বর্গ হইতে এই দৃশ্য দেখিবেন যে, যে বংশের উন্নতির জন্য তাঁহারা এত যত্ন করিয়াছিলেন, জগতে সে বংশের নাম নাই।

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান্; কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন, তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয় বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল; কিন্তু প্রতাপসিংহ জলন্ত নয়নে চাহিয়া কহিলেন, "একবার দাসত্ব স্বীকার করিলে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বটে, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশের এ কলঙ্ক কখনও দূর হইবে না; প্রতাপ-সিংহ জীবিত থাকিতে এ কলঙ্ক হইবে না।"

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এরূপ সময় একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর রাজের কনিষ্ঠ রাজা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা। পৃথ্বী-রাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অনুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু কি মুসলমান কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই

প্রতাপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
চিতোর আনন্দিত হইলেন, [illegible] [illegible]
আদেশ দিলেন। পৃথ্বীরাজ ক্রোধে অভিমানে জর্জরিত হইলেন, [illegible]
কহিলেন, "এ পত্র জালমাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের
জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে।" আরও বলিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপ-
সিংহকে জানি; আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাপসিংহ অধীনতা স্বীকার
করিবেন না।" পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাবদ্ধ একটী পত্র দিলেন;
অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন,—প্রতাপসিংহ
পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।
"তথাপি রাণা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন।
"প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।
"কারণ আমাদের যোদ্ধাগণ সাহস হারাইয়াছেন,
রমণীগণ ধর্ম হারাইয়াছেন।
"আকবর আমাদিগের জাতি স্বরূপ বাজারের
ব্যাপারী।
"উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে,—তিনি অমূল্য।
"নওরোজার জন্য কোন্ প্রকৃত রাজপুত সম্ভ্রম বিক্রয়
করিবে।
"তথাপি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে।
"সকলে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম বিক্রয় করিয়াছেন।
"চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?
"প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।
"কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন।
"নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগের
অবমাননা দেখিতেছেন।
"হাম্বিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে রক্ষা
পাইয়াছেন।
"জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে কোথা হইতে
সহায়তা পায়।
"তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে! তদ্দ্বারা
ক্ষাত্র ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন।

"ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন উঠিবেন।
"তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন করিতে প্রতাপের
　　নিকট রাজপুতবীজ লইতে আসিব॥
" তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে এরূপ আশা
　　করে।
" যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয়॥"

প্রতাপসিংহ এক বার, দুই বার, তিন বার এই পত্র পাঠ করিলেন; গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে! মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয় বংশ কলুষিত হইবে না!" প্রতাপের জলধরনয়ন অশ্রুপূর্ণ, যোদ্ধাগণ ভীষণনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "বাপ্পারাওয়ের কুল কলুষিত হইবে না।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিতেছেন; মেওয়ারে শিশোদীয় কুলের স্থান নাই; শিশোদীয় কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীয় অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান বীরকুল সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন; আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে, পশ্চিমদিকে মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ারদেশ। সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধাগণ সেইদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল! সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, যে দেশে সকলে বাল্যকালে ক্রীড়া করিয়াছেন, যৌবনে যুদ্ধ

করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য যবন-কবলিত হইল! যোদ্ধাগণের হৃদয়ে এই সমস্ত চিন্তা উদ্রেক হইতেছে, যোদ্ধাগণ নীরবে সেই পর্ব্বতমালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মেওয়ারের প্রতি পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা একে একে মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে, মেওয়ারের অনন্ত বীরত্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। যোদ্ধাগণ নীরব ও শোকাকুল! নীরবে অনন্ত যশোপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

“তবেই শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে কি শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই!” প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বীর-হৃদয় রোষে বিষাদে স্ফীত হইল। সে বীরের সেই প্রশ্ন শুনিয়া যোদ্ধাগণের হৃদয়ও রোষে স্ফীত হইল, তাঁহারা বলিলেন, “রাজন্! আপনার আজ্ঞায় এখনও স্বদেশের জন্য জীবন দিতে দাসগণ প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ আর হয় না, কেননা অর্থ নাই, সৈন্য নাই, সঙ্গতি নাই, যুদ্ধের কোন উপায় নাই।” পুনরায় সকলে নির্ব্বাক্!

সভায় সকলে নিস্তব্ধ! সহসা একটী স্বর শুনা গেল, “এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়দের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।”

বিস্মিত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিলেন, দেখিলেন বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারের মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ প্রতাপসিংহের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছিলেন, প্রতাপের স্ফীত হৃদয় দেখিয়াছিলেন, প্রতাপের হৃদয়ের অব্যক্ত, অবক্তব্য ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে ভাব বুঝিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর করিলেন, “এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়দের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।” সায়ংকালের বায়ুতে বৃদ্ধের শুভ্র কেশ উড়িতেছে, সায়ংকালের অন্ধকারেও বৃদ্ধের উজ্জ্বল নয়নের জ্যোতি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; বৃদ্ধ নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সভায় সকলে চমকিত, সকলে নিস্তব্ধ!

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রীবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছেন না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।”

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “দাস যতদিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ

পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে; অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-পদে উপস্থিত করে।"

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপ-সিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজা প্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইবেন; প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার অধীনদিগের ধনহরণ করিতে অক্ষম!"

সভাস্থ সকলে পুনরায় নির্ব্বাক্! ভামাশাহ পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ারের রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে; মেওয়ারের অনুপযুক্ত পুত্র মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? মহারাণা, শিশোদীয়ের ধন, মান, প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য ব্যয় হইবে, তাহাতে আক্ষেপ কি?"

প্রতাপসিংহ অনেকক্ষণ হেটমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর অশ্রুনয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"মন্ত্রীবর! আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, দেখিব! আপনার এ কার্য্যের পুরস্কার দেওয়া আমার দুঃসাধ্য; জগদীশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিন!"—

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে; দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে! শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন, সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ সসৈন্যে হত হইলেন।

সে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল, আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইল; চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল; অগ্রদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে, ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, মেওয়ারের যুদ্ধে প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, দেশ বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মালপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ক্রমে সূর্য্যমহলদুর্গ পুনরায় রাজপুতদিগের হস্তগত হইল; সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। চন্দাবৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল; সে দুর্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন; কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণেক পরেই চন্দাবৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মথন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন; কেবল মহারাণার কার্য্য সাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।"

এ কথায় মর্ম্মবিদ্ধকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গপ্রবেশ করিয়াছ বটে; তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর; আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি

চন্দ্রাওয়ৎ-অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।"
দুর্জ্জয়ের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল!

ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "আমি রাজকার্য্য সাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে; রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দ্রাওয়ৎ! এখনও বিদেশীর যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখন আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীর যুদ্ধ শেষ হইবে তখন রাঠোর পুনরায় দুর্গদ্বারে আসিতে বিলম্ব করিবে না।"

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন;—দুর্জ্জয়সিংহ আরক্ত নয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পর তীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন; এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী অনেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন; সন্ধ্যার সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, সন্ধ্যার প্রান্তের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। দেবীসিংহ নিষ্পন্দ ও নিস্তব্ধ! এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য!

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন, "পিতার চিরসুহৃৎ! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, "রাজপুতের ধন, প্রাণ, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। কেবল এ কাল সমর বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, এই চিন্তা করিতেছি!—শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলে না?"

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে যুদ্ধের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল; ধীরে ধীরে দেবীসিংহ একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই; তিনি সে ব্যথার ঔষধি জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন

মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছেন; তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

দেবী। "জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, আপনাকে পিতৃগদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।"

তেজ। "দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?"

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন; তৎক্ষণাৎ বিক্ষুব্ধ হইলেন; সবল হস্তে বর্শাধারণ করিলেন; কহিলেন—

"হাঁ দেবীসিংহের জীবনের আরও একটী উদ্দেশ্য আছে, তেজসিংহ অগ্রসর হও, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।"

ক্রমে বিদেশীয় যুদ্ধ শান্ত হইল; তখন তেজসিংহ সূর্য্যমহল-উদ্ধারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি।

একদিন সন্ধ্যার সময় ভীলকুটীরে ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইলেন, তথায় ভীলবালা বালিকাকে দেখিতে পাইলেন, বালিকা এখন দেখিতে সেইরূপ বালিকা! হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে গীত গাইতে গাইতে বালিকা নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।—

"প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই।
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই!

তেজসিংহ। "আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?"

বালিকা। "এই শুন না।"

"ফুটেছে মালতী ফুল, গন্ধেতে করি আকুল।
যেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। "এই দেখেছিলে, আর কিছু না?"

বালিকা। "এই শুন না।"

"অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
'তুমি নাথ' ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুই অতিশয় দুষ্টা। তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি?"

বালিকা। "ফুলের আবার কি নাম আছে? ফুলের নাম পুষ্প।" তেজসিংহ হাসিলেন, বালিকা গাইতে লাগিল—

"অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়,
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে দেখে এলেম সই!
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই!"

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন, বালিকা তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।"

ভীত বালিকা কহিল, "আমি কি করিয়াছি? আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জানিতাম?"

তেজ। "পাপীয়সী! তুই কিজন্য এ গীত গাইলি বল্, পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস্, তবে আমার হস্তে নিস্তার নাই।"

বালিকা। "আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র দীন-কন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন, "আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।"

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আর কোনও গীত জান?"

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল,—

"আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
"পুষ্পের হইবে বিয়ে কিনতে যাই গো খই।"

তেজসিংহ। "কাহার সহিত বিবাহ হইবে?"

বালিকা। "ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?"

তেজ। "লীলবালা, তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি। পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছিস্?"

বালি। "তাহা কি জানি; তুমি কি শুনিয়াছ?"

তেজ। "পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই; সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।"

বালি। "তাহা শুনি নাই।"

তেজ। "কি শুনিস্ নাই?"

বালি। "সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।"

তেজ। "তবে কি শুনিয়াছিস্?"

বালি। "শুনিয়াছি, দুর্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা গড়মন্দল অধিকার করিল, আর"——

তেজ। "আর কি?"

বালি। "কিছু নয়।"

তেজ। "আর কি বল্, না হইলে প্রহার করিব।"

বালি। "আর সেই কন্যা নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দানও করিয়াছিল?"

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"তুই বন্য, অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ!" সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা উঠিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় গাইতে লাগিল,—

"আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
পুষ্পের হইবে বিয়ে আনতে যাই গো খই।

ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুন্‌লে কিনা সই।
আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাই গো খই।”

তেজসিংহ উঠিলেন। ছুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল; তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন; সে প্রবাদ বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্য সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল; সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একাকী যাইতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখনও তাঁহার কর্ণে যেন শব্দিত হইতেছিল; তাঁহার মন অস্থির ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কিজন্য?

পুষ্প কি যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের হাস্যবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞার কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন; পুষ্প কখন, কখন, কখনও তাঁহাতে সত্য লঙ্ঘন করিবেন না; তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছেন?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আবার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল; তেজসিংহ শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

পর্ব্বতস্থলের ধূমঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্যকে আবৃত করে, প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবরণ করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে; সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিতে লাগিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার কি দুর্ভেদ্য; সুন্দর পরিষ্কার দীপ্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সত্যপালন।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পোদ্যানে পাঠক মহাশয় পুষ্প-কুমারীকে একবার দেখিয়াছেন; কিন্তু সেদিন চারণদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয় দান করেন নাই। যদি পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব। অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর দাসীস্বরূপ রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকায় একদিন সাক্ষাৎ হইল; সেই দিন পরস্পর পরস্পরকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্যদান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকার্য্যের দিনস্থির হইল; এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিত্তোরনগরী আক্রমণ করিলেন; সে সময় সমরে পুষ্পের পিতা ও সূর্য্যমহলেশ্বর উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবেন? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিতেন; রাজপুত-বালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সে বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন; কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থলুব্ধ। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বালিকা উত্তর পাঠাইলেন, "আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের

অপার্শ্বিনীয়া।" সেই দিন হইতে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণ বয়সে কিছু কিছু ক্লেশে ও চিন্তায় ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই; মানসিক দুর্ব্বলতার চিকিৎসক আর নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া মনকে ও হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, চিৎকার শব্দ করি; কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্তধারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই, তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুত্রবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভর্ৎসনা ও ভয় প্রদর্শনে, পরিচারিকাদিগের অনুরোধে, দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না; বাল্যকালের সত্যপালনের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রূকুটি, সকলের ভর্ৎসনা, নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন; নিরানন্দ ও বন্ধুহীন দুর্গে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন; আপন চিন্তা, আপন প্রতিজ্ঞা, আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন; বহু পরিজন মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমাদিগের কোন্ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রূকুটি বা মর্ম্মভেদী বচনে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশকর হইত না; বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুত্রবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলের ভর্ৎসনা ও রোষের

মধ্যে পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুতবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী যেন শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের ধন ও পরাক্রম ও সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন; শান্ত স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন, "আমি বিধবা; পুরুষের অস্পর্শনীয়া।"

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, একবার পুষ্পকে অনুরোধ করিলেন, ভয় প্রদর্শন করিলেন; বালিকা অবিবাহিতা, অধিক দিন থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন; শান্ত স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন, "আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।"

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ বল-প্রকাশের অভিলাষ করিয়া স্বয়ং পুষ্পের আবাসস্থানে আসিয়া পুষ্পকে বন্দী করিয়া দুর্গমহলে লইয়া যাইলেন; তথায় পুষ্পের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলপূর্ব্বক বালিকাকে হরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের দিকে স্থিরনয়নে চাহিলেন; অবগুণ্ঠন দিলেন না, মুখ আবৃত করিলেন না। স্থিরনয়নে সেই দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধার দিকে চাহিলেন, অকম্পিতস্বরে কহিলেন, "চন্দ্রাওৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই ছুরিকা আপন হৃদয়ে স্থাপন করিবে তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, কেন আর একজন বিধবা-হত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?" দুর্জ্জয়সিংহ অতিশয় সাহসী; কিন্তু শান্ত বালিকার সেই স্থিরমূর্ত্তি দেখিলেন, সেই অকম্পিত স্বর শুনিলেন, হস্তে শাণিত ছুরিকা দেখিলেন, নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। দুর্গমহলের পৃথক্ একটী উদ্যান-বেষ্টিত অট্টালিকায় পুষ্পকুমারী বন্দীস্বরূপ হইয়া রহিলেন।

বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মেঘগর্জ্জন।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন, ইতিমধ্যে সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিলেন, বলিলেন যে, "সে অজ্ঞাত, অপরিচিত বাল্যসুহৃৎ রাঠোর বীর নামমাত্র নহেন, তিনি জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তিনি বাল্য-সত্যপালন করিতেছেন।" বালিকার হৃদয় সেদিন নিশীথে সহসা আনন্দে উথলিল, বালিকার প্রতিজ্ঞা সার্থক হইল!

স্বপ্নের ন্যায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না; বিধবার হৃদয়ে নব উদ্যম জাগরিত হইল,—শুষ্ক লালসার উদ্রেক হইল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্পগুলি বিকসিত হইত, সেইরূপ বিধবার হৃদয়ে চারণবার্ত্তায় নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা, সহসা প্রস্ফুটিত হইল।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্যসুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন; এখন যিনি পিতার ন্যায় বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব, দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যকালের দৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণ আসিত না, অথবা কথঞ্চিৎ অতি অল্প স্মরণ আসিত। একখানি উদার দেবকান্তি মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ বাহু, উন্নত বীরোচিত শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইতে যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্তধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ কি! এ যে চারণদেবের মূর্ত্তি; হৃদয়েশ্বরের চিন্তা করিতে এ মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইল কেন?

পুষ্প বিলাসবাসিনী নহেন; মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী।

যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে আমাদের চক্ষে যেন দৃষ্ট হয়, প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃত হউক, কিন্তু একটী স্থানের চিত্র মনে দৃষ্ট হয়। যে পুরুষের কথা সর্ব্বদা শুনি, তাঁহাকে না দেখিলেও তাঁহার কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে; অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত বালাসুহৃদের কথা মনে করিতেন, সেইদিনের স্বপ্নবৎ দৃষ্ট দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত। তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, সেই উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত। তেজসিংহের কথা যখন স্মরণ বা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীজ্ঞাত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকিত। পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন; মহাপাপীর জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত সেদিনকার স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চরণদেবের সহিত সততই বিজড়িত করিত। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেই মূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

দুই তিন বৎসর অতীত হইল, পুষ্পকুমারীর চিন্তা ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, কিন্তু সে চিন্তা নিহিত, জগতের অজ্ঞাত ও অলক্ষিত।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া বিশ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন; পুনরায় স্বপ্নবদ্দৃষ্ট সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে জাগরিতা থাকিতেন, দিবা গেল, মাস গেল, দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না; রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

দুই তিন বৎসর অতীত হইল; সহসা স্বপ্নের ন্যায় যে সঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল, যে নবীন মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছিল, সে কি একেবারে শূন্যগর্ভে লীন হইয়া গেল?

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণ মেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে আশা ও চিন্তা সেইরূপ খেলা করিত; কিন্তু জগতে সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল; নিশীথে অলক্ষিত দূতদ্বারা পুষ্পকুমারী তীমগড়ে নীত হইলেন। পুনরায় তীমগড় আক্রান্ত হইল,

পুনরায় অপরিচিত দীর্ঘকায় ভীল পুষ্পকুমারীকে রক্ষা করিল। অপরিচিত!——প্রেমিকের নয়ন ভ্রান্ত হয় না; পুষ্প সেই চন্দনদেবকে ভীলবেশে দেখিয়া চিনিলেন,—দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; সুপ্ত আশা হৃদয়ে পুনরায় জাগরিত হইল।

তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প ফিরিতে লাগিলেন,—কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ শান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন; চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গ বা প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন; রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না;—ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন!

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল; সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কেন?—কে বলিবে, কিজন্য?

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন;—সে সঙ্গীত পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল!

আবার পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল; আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, সে হৃদয় হাসিল; শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

লতিকা কি জানিত, সে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; [illegible]

গীতের তীব্রতা শুনিয়া পুষ্প চমকিত হইলেন; চরণদেব গাইতে[illegible]

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে! সে খল সর্পের সরলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়িত্বে প্রত্যয় কর; চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়িত্বে বিশ্বাস কর, উন্মাদের স্থিরত্বে প্রত্যয় কর, কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না!

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীকৃত কর, তাহার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'।"

চরণের উচ্চস্বর গগনে উত্থিত হইল, ছিন্ন-তার বীণা নীরব হইল!

ধীরে ধীরে চরণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?"

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; অনেকক্ষণ পর বলিলেন,—"চরণদেব! এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই।"

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চরণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি কহিলেন,—"গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।"

পুষ্প সভয়ে কহিলেন, "যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?"

চরণ। "কুশলে নাই, তিনি হৃদয়ে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন; আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।"

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন; সে অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন; কিন্তু কয়েক দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চরণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?"

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর!

অধিকতর কম্পিতস্বরে চন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?" তাঁহার নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল।

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন,—"চন্দনদেব! অনবধানতা মার্জ্জনা করুন; শ্রীকৃষ্ণকে জানাইবেন————"

চন্দন। "সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?" গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী করিলেন।

পুষ্প। "আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।"

চন্দন। "অভাগিনি! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় ও জীবনের ব্রত হারাইয়াছ?"

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক বিমোচন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময়, তেজসিংহ আপন আবাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন; মনে মনে কহিলেন, "চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি; অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।"

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য সমবেত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, বৈরনির্যাতনের সময় উপস্থিত, অগ্রসর হও।"

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিলেন, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রুকুটি দেখিলেন, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল; নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহল-দুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচে দিয়া, কখন পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী বাক্য শ্রবণ করে নাই; সকলে বুঝিল, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই; রোষানল তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে, অদ্য সূর্য্যমহলের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত, উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে; সেই পর্ব্বত ও দুর্গ যেন আকাশপটে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাষাণশ্রেণী দেখা যাইতেছে; ঘোর অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ; যেন বায়ুও যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। অনেক ক্ষণ তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন, "পিতা, অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র দুর্গে প্রবেশ করুক।" আর একবার পিতার নাম ইহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের মনে উদয় হইল; ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিলেন, সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলেন।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহল-তলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন; তেজসিংহ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত; রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।"

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় শতবার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল, পরে যেন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবে, যে পার পথ রোধ কর।" যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে দূতকথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতি রোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গ-প্রহরীগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকা-সারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন; মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন রাঠোর অষ্ট দিন পূর্ব্বে যে শপথ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। ক্রোধে মনে মনে বলিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ যেরূপে দুর্গ লইয়াছে সেইরূপে দুর্গ রক্ষা করিবে, অদ্য তিলকসিংহের পুত্রকে মারিবে, অথবা নিজে মরিবে; এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।" তৎক্ষণাৎ যোদ্ধাগণকে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাচীরের বাহিরেই শত্রুর পথ রোধ করিতে আদেশ করিলেন। সেখানে পর্ব্বতপথ অতিশয় দুরূহ, কঠোর এবং সঙ্কীর্ণ, অল্পসংখ্যক যোদ্ধা শত্রুকে রোধ করিতে পারে।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে বিংশ যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল; প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল; দুর্গশিখরের ঐ আলোক

বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে; বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন; স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত; কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত তেজে দুর্জ্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, দেখিয়া উপরস্থ দুর্গবাসীগণ বিস্মিত হইল, বুঝিল, এ তিলকসিংহের পুত্র, পিতার বলে বলিষ্ঠ! মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, উভয় পক্ষ ভীষণ রণে লিপ্ত হইল, অল্পক্ষণমধ্যে দ্বিশত চন্দাবত্‌ সৈন্য বায়ু-তাড়িত পত্রের ন্যায় ছারখার ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল,—অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল; অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর উপর দিয়া তেজ-সিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুঙ্কারশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন; নীরবে পঞ্চশত সৈন্য দুর্গ-প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন; তাঁহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল; কহিলেন, "তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না।"

তেজসিংহের সৈন্য প্রাচীরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তাহাদের উপর প্রাচীর হইতে রাশি রাশি বর্শা ও তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; তাহারাও স্তব্ধ রহিল না; মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকটে আসিল।

তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাবত্‌গণ হস্তে বর্শাচালনে তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়-সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ডনাদে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু মিত্র রাশি রাশি হত হইতে লাগিল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের আর্ত্তনাদ ক্রমে

হইল না। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল; যেন সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অসুরবীর্য্যে চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল; সে হুঙ্কারকে ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসী চমকিত হইল; বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের ভীষণ নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। সকলের অগ্রে তেজসিংহ ও কতিপয় যোদ্ধা প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত; কিন্তু অদ্য রক্ষা নাই, তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার ও বর্শাঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ডশব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহাকোলাহলে রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্ন-দ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন, প্রভুর চতুর্দ্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান্ চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজ-সিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহ-যোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুইদিক্ হইতে সমুদ্রের দুইটী উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল; কেহ অগ্রসর হইতে পারে না; কেহ পশ্চাতে হটিবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল; শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, উভয় পক্ষ অসুর বীর্য্যে যুঝিতে লাগিল; কোন পক্ষ অগ্রসর হইতে পারিল না।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা-নাম রাখিলেন; তাঁহার শরীর রক্তাপ্লুত, নয়নদ্বয় জলন্ত, ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল সেই দ্বারদেশে অসুরবীর্য্য ও অপূর্ব্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তেজসিংহ অদ্য

যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অন্য রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! অস্বাভাবিক বলে সেই শস্ত্ররাশি প্রতিহত করিয়া একলম্ফে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যেন কোন দৈববলে মনুষ্যবল স্তম্ভিত হইয়া গেল ; বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত ; দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ বর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিয়া রাঠোর সৈন্য অষ্টা-দশ বর্ষ পরে দুর্গমহল প্রবেশ করিল।

যখন দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গপ্রবেশ করিল, তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, রাঠোর ও চন্দাবৎদিগের অসম যুদ্ধ মুহূ-র্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন।

ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া বজ্রনাদে তেজসিংহকে কহিলেন,—"রাঠোরবীর! তোর যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোর পিতাকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখি-য়াছি, তুই পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ করিস্। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাবৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু মান যায় নাই ;—রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাবৎ-মান রক্ষা কর।"

একেবারে সকল চন্দাবৎ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল ;—সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোরদিগের বিজয় সংশয়,—চন্দাবৎগণ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না!

নৈরাশ্য-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন উত্তাল জলতরঙ্গের ন্যায় এবার চন্দাবৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না ; সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাবৎ-তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবীর্য্য তেজসিংহ রোষে গর্জ্জন করিয়া আপন দীর্ঘ বর্শা চালনা করিতে লাগিলেন ; সে গর্জ্জনে বার বার পর্ব্বতদুর্গ কাঁপাইতে লাগিল, কিন্তু সবলে কৃতসংকল্প চন্দাবৎ বীরদিগকে কাঁপাইতে পারিল না, সে চন্দাবৎ-বেগের প্রতিরোধ করিতে পারিল না! এবার ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

বজ্রগর্জ্জনে তেজসিংহ রাঠোরদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; রাঠোরগণ প্রভুর গর্জ্জনে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় যুঝিতে লাগিল ; বার বার চন্দাবৎ-মণ্ডলীকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিল ; বার বার চন্দাবৎ-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বৃথা চেষ্টা ; সেই

অসংখ্য ক্ষতময় চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলী যেন মহা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে; সে গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! সে গতিরোধ হইল না, রাঠোর সৈন্য হটিতে লাগিল।

"তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবেন; আমার জীবনের সঙ্কল্প আজি সাধিব।" এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল; অসংখ্য চন্দাওয়ৎ এবার ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল। রণ সাঙ্গ হইল। শোণিতাক্তকলেবর প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "তেজসিংহ! আমার সঙ্কল্প সাধিত হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও; বৃদ্ধের আর আশীর্ব্বাদ নাই।" দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎগণ প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জ্জয়সিংহের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত, খড়্গ ভগ্ন; নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎ বীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত, যুদ্ধ-পিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই, জীবন থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া পুনর্ব্বার উচ্চনাদে কহিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রার্পণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।"

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল; নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটী স্বর শুনা গেল;—

"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু হৃদয়ে অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক অনবরত জ্বলিতেছে;—ঐ আমার পুত্রহন্তা!"

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল; আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন তরবারি গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল; দুইটী মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল!

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় ও মঠ।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাণার ফিরে যাই; তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে সর্ব্বসহ নারীর ললাট এখনও পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার; নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্থির! এ বিষম যাতনায় কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অশ্রুনিপাত করিতে দেখেন নাই, কাহারও নিকট স্নেহ যাচ্ঞা করিতে দেখেন নাই। একাকিনী বাল্যে বৈধব্য সহ্য করিয়াছিলেন, একাকিনী যৌবনে একদিন সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন;—এখন সে স্বপ্ন লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে, জগতের সমস্ত সুখ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এখনও বালা হৃদয়ের নৈরাশ্য একাকিনী বহন করিতেছেন, কাহারও স্নেহ চাহেন না, কাহারও সহানুভূতি প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখমণ্ডল সেইরূপ পরিষ্কার,—পরিষ্কার, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নয়ন সেইরূপ স্থির; কিন্তু অনৈসর্গিক জ্যোতিঃপূর্ণ ও ঈষৎ কালিমাঙ্কিত। স্নেহের চক্ষুদ্বারা সে মুখখানি কেহ দেখিলে বুঝিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা রমণীর পরিষ্কার মুখমণ্ডলের উপর আপন ছায়া প্রক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহের চক্ষুতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই!

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে আসিতেছেন; তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু পরিষ্কার; নয়নদ্বয় স্থিরজ্যোতি, সে নীরব সর্ব্বসহ রাজপুতবালার হৃদয়ে কি চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল, আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

ক্ষণেক এক দিকে গমন করিয়া ফিরিলেন; দেখিলেন, পশ্চাতে ভীলকন্যা বালিকা! কহিলেন, "ভীলবালা! কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ? তোমার পিতা মহারাজের বিপদের সময় যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা মহারাণা কখনও ভুলিবেন না।" বালিকা বলিল,—"এই নদীকূলে একটী চাঁপা ফুল লইতে আসিয়াছি,—দিদি?"

স্থির নৈসর্গিক স্বরে পুষ্প উত্তর করিলেন,—"[illegible] হাঁ, লইয়া যাও।"

বালিকা। "দেদি! তোর মু[illegible] শা[illegible] কেন?"

পুষ্প অনেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; [illegible] ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "কৈ, না।"

বালিকা। "আমি জানি।"

পুষ্প। "কি জানিস্?"

বালিকা। "তোর মুখ শাদা কেন, জানি।"

পুষ্প। "কেন?"

বালিকা। "কোনও দ্রব্য হারাইয়াছ।"

পুষ্প। "কি দ্রব্য?"

বালিকা। "এই সোণার কোন গহনা, হার কি বালা, কি আংটী।"

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"হাঁ বালিকা, একটী আংটী হারাইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] রত্নও হারাইয়াছি।"

বালিকা। "তাহার জন্য দুঃখ কেন? একটী আংটী গিয়াছে, [illegible] একটী হইবে।"

পুষ্প। "অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটী হারাইয়া[illegible] জীবনে আর পাইব না।" ধীরে ধীরে পুষ্প একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বালিকা। "কি রত্ন পুষ্প? মুক্তাহার? বুকে পরিবার জিনিস [illegible]"

পুষ্প। "হাঁ, হৃদয়ে ধারণ করিবার জিনিস; কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা [illegible] মুক্তা অপেক্ষা দুর্মূল্য!"

বালিকা। "তবে কি হবে?"

পুষ্প। "এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে; [illegible] ক্ষতিও সহ্য করিবে।" পুষ্পের স্বর স্থির ও নিষ্কম্প, পুষ্পের মুখমণ্ডল [illegible] ও গম্ভীর!

বালিকা ঊর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটী চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল; মনে মনে ধীরে ধীরে কহিল, "পুষ্প পথ হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকার পথ কি পরিস্কার হইয়াছে! জীবনতারা এ জগতে স্থান নাই, কেন সে অন্ত একজনকে অভাগিনী করে?"

অনেকক্ষণ সেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল,—"দেদী! ঐ চাঁপাফুলটী আমাকে দিবি; তাহা হইলে আমি তোর রত্নটী খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।"

ভীলকন্যার সরলতা ও [illegible] দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না ; ধীরে ধীরে সেই চাঁপা[illegible] পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন।

বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল,—"কল্য পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।"

বালিকার গম্ভীর স্বর শুনিয়া পুষ্প চকিত হইলেন, সেইদিকে ফিরিয়া চাহিলেন, ভীলবালা কোথায় ?

উষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ সময় পুষ্পকুমারী বাটী ফিরিয়া পাইলেন ; সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন,—"পুষ্প! পুষ্প! তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম, অন্যায় যাতনা দিয়াছি, তাহা কি ক্ষমা করিবে ? তোমার বাল্যসুহৃদ্ তেজসিংহকে কি ক্ষমা করিবে ?" [illegible] পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় [illegible]!

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল ; স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন ; স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে [illegible] চুম্বন করিয়া তাঁহার গলদেশে সুবর্ণের হার দোলাইয়া দিলেন।

উঃ ! সে সুখের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে ? উঃ ! সে তৃষিত [illegible] প্রথম সুখের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে ? সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ [illegible] কম্পিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই সুক্ষ্ম ওষ্ঠ বার বার চুম্বন করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "পুষ্প, পুষ্প, একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া [illegible] দিয়াছিলাম ; তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ ?" পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন, "দেব ! তোমার দোষ যেদিন গ্রহণ করিব, সেদিন যেন পুষ্প না জীবিত থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত ; [illegible] হায় তব প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম ?"

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।"

ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্প বলিলেন, "আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল ? আহা ! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি ; আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।"

তেজ। "ঈশানী তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন," বলিয়া ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত

হইলেন, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বার বার সেই অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া [illegible] ধারণ করিলেন। পরে বাষ্পোৎফুল্ললোচনে [illegible] কৃতজ্ঞতার সহিত স্বামীর দিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন, আপনার বস্ত্রে পুষ্পের অশ্রু মোচন করিয়া দিলেন। তখন পুষ্প জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! এ অমূল্য রত্নটী আর আমি হারাইব না; এটী তুমি কোথায় পাইলে?"

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন; পুষ্পমালা পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যা বালিকার লেখা। পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিল, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। বালিকা অঙ্গুরীয় পুষ্পের বক্ষঃস্থলে একদিন রাত্রিতে খুঁজিয়া পাইল; অঙ্গুরীয়টী বড় উজ্জ্বল, বালিকা রাখিল! বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত একপ্রকারই গড়িয়াছে; তবে পুষ্প যদি অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?

"কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে—যে রাজপুত ও ভীলকে গড়িয়াছে, সে কোন বিভিন্নতা করে নাই; কিন্তু তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বনফুল ভালবাসেন না। সেদিন রাত্রিতে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুঝি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার ফুল বনফুল, এইজন্য বুঝি আমাকে কিছু দেও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুঝিতে পারি না।

"আজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম; মনে করিলাম, তার কাছে দুটী বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল, তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটী রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছি, কৈ, রত্নটী ত আমি পাই নাই।

"পুষ্প বলিল, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটী উজ্জ্বল; তবে আমার এ অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাহাদ্বারা পাঠাইতেছি, তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়টীও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে দিও।

"পুষ্পকে রত্নটীও ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেটী অনেক

বুঝিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট সেটী কাড়িয়া লইয়া থাক, উহাকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই পত্রটী পাঠ করিলেন; শেষে এবং হাসিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা অঙ্গুরীয়টী সুন্দর দেখিয়াছিল, সেই জন্য চুরি করিয়াছিল।" তেজসিংহও তাহাই বুঝিলেন।

তেজসিংহ বালিকাকে কখনও বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল। গৃহের কার্য্য করিতে ভাল শিখিল না; সর্ব্বদা পর্ব্বত ও উপত্যকায় বেড়াইত, আর একাকী বসিয়া গান করিত। বালিকার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চন্দনপ্রদেশে অনেক দিন অবধি সেই ভীলগ্রামের নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে, নির্জ্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখন কখন একটী রমণীর পাণ্ডু মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্যা, উন্মত্তা বনদেবী হইবে।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জাহাঙ্গীর।

১৫৯৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়। তাহার পর আকবর শাহ প্রায় আট বৎসর সিংহাসনে ছিলেন; তিনি জীবিত থাকিতে মেওয়ার বিজয়ের কোনও উদ্যম হয় নাই।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেওয়ার বিজয়ের উদ্যম করিতে লাগিলেন। প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ; প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরসিংহকে চিরকাল দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া যান; অমরসিংহও মুমূর্ষু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিলেন; জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্যের সহিত অমরসিংহ সপ্তদশ যুদ্ধ যুঝিলেন, এবং মোগল-সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাজা-পদে

চিতোরে প্রবেশ করিলেন; রাজপুত্র অমরসিংহ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি স্বয়ং মোগলের অধীন হইয়া চিতোর-দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রকে চিতোর-দুর্গ দিয়া স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া ক্ষোভে, অভিমানে, আত্মহত্যা করিলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্য ও অর্থ নাশ হইতে লাগিল; বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের যতদূর সাধ্য, ততদূর চেষ্টা করিলেন; অবশেষে ১৬১৪ খৃ অব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান খুর্ম্মের নিকট অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরে নিজ পুত্র করণকে সুলতানের সহিত আজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

সুলতান খুর্ম্ম (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন) যুবরাজ করণকে লইয়া আজমীরে যাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও যুবরাজ করণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে আসন দিলেন, অনেক খিলাত ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন ও সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞী নুরজিহানের নিকট লইয়া গেলেন। নুরজিহানের নাম জগদ্বিখ্যাত; তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন; অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

নুরজিহান যুবরাজ করণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। খিলাত, হস্তী, ঘোটক, অসি, প্রভৃতি নানা দ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট্ ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা দরিদ্র নহেন; প্রতিদিন অমূল্য উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন; সম্রাট্ ও রাজ্ঞীর নিকট সম্মান পাইতেছেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা পরদেশের আজ্ঞাধীন! আজমীরের মহা দরবারের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সম্মুখে ও সম্মানের মধ্যে, করণের ললাট কুঞ্চিত, করণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন!

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট্ করণ ও তাহার বালবয়স্ক পুত্র জগৎসিংহকে বিদায় দিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি

কর্ণকে এই সাক্ষাতে সম্রাট্ দ্বাদশ লক্ষ টাকার উপহার ও এক শত রূপসী অশ্ব ও পাঁচটী হস্তী দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সুলতান খুর্ম অন্য উপহার দিয়াছিলেন।

কর্ণ ও জগৎসিংহ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাইলেন; দিনের যখন শেষ হইল; রজনীতে জাহাঙ্গীর নূরজিহানের নিকট যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "কর্ণ কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেইজন্য লজ্জাশীল ও সর্বদা নতশির।"

লাবণ্যময়ী নূরজিহান তাঁহার একটী সুন্দর হাসি হাসিয়া পতির দিকে সেই আয়তনয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—

"সম্রাট্! তাহা নহে,—আমাদের সৈন্যবলে মেওয়ার অধীন হইয়াছে, কিন্তু চিরস্বাধীন শিশোদীয়দিগের অধীনতা এখনও অভ্যাস হয় নাই।"

সে চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিয়া সম্রাট্ অচিরে মেওয়ার ও শিশোদীয়, কর্ণ ও অমরসিংহ, সমস্ত বিস্মৃত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন-সন্ধ্যা।

অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতান খুর্ম যখন দিল্লীশ্বরের ফর্মাণ দিতে আসিলেন, অমরসিংহ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান খুর্ম মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত মাতার পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানিতেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার পিতা কর্ণকে এত সমাদর করিয়াছিলেন; এক্ষণে খুর্ম অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—

"আমি কেবল মহারাণার বন্ধুত্ব চাহি; আর কিছু চাহি না। মহারাণা আপন রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল দিল্লীশ্বরের ফর্মাণ গ্রহণ করুন; আমি মেওয়ার প্রদেশ হইতে মুসলমান সৈন্য সমস্ত বাহিরে লইয়া যাইব।" বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করেন না; তথাপি মহারাণা বিজিত; এক্ষণে দিল্লীশ্বরের ফর্মাণবলে দেশ শাসন করিতে হইবে, এ কথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি পিতার কথা স্মরণ করিলেন; ফর্মাণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

আপনার যোদ্ধাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও রাঠোর, ঝালা ও প্রমার ও শিশোদীয়, সকলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। গোকুলসিংহ উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম একণে পঞ্চাশৎ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর সেইরূপ দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ; তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার একমাত্র বালক গজপতিসিংহ পিতার বীর্য্য অনুকরণ করিতে শিখিতে-ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতেছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর দ্বারদেশে জুলফিকার খাঁ উপস্থিত আছেন, মহারাণা যাইলে ফর্ম্মাণ দান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্! অনেকক্ষণ পর সমস্ত যোদ্ধার সম্মুখে অমরসিংহ পুত্র করণের ললাটে রাজটীকা দিলেন ও কহিলেন, "প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না; অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন; মেওয়ার মান অবমাননা এক্ষণে তাঁহারই হস্তে; আমি বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম।"

সেই দিন (খৃঃ ১৬১৩) অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকি নামক স্থানে যাইয়া আবাস করিলেন; তাহার পর পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করেন নাই।

১৫৬৮ খৃঃ অব্দে আকবর শাহ মেওয়ার প্রথম আক্রমণ করিয়া চিতোর হস্তগত করেন। তাহার প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মেওয়ারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; সমস্ত রাজস্থানে জাতীয় জীবন অবসান হইল।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.